



শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য





বরাত বিহীন

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

[বহুবিধ মুদ্রা, সরস্বতীর ধ্যান, কবচ ও ফর্দমালা সম্বলিত]

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

এবং মেদিনীপুরস্থ সুবিখ্যাত পূজারী-পণ্ডিত স্বর্গীয় জ্যোতি কুশারী মহোদয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র
ভরদ্বাজ বংশীয় শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত।

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীর ধ্যান	২০
মানসপূজা, বিশেষার্থ্য স্থাপন	২০
দীপপূজা	২১
বেদীশোধন, বিতানশোধন	২১
সামবেদীয় ঘটস্থাপন	২১
যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপন	২২
কাণ্ডরোপণ, সূত্রবেষ্টন	২৩
আবাহন, চক্ষুর্দান	২৩
প্রাণপ্রতিষ্ঠা	২৪
গণেশের পূজা	২৪
সূর্য্যের পূজা, বিষ্ণুর পূজা, শিবের পূজা, দুর্গার পূজা	২৫
প্রধান পূজা	২৬
সম্বন্ধীয় পূজা	২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র	২৮
পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র (২য় প্রকার)	২৮
সাধারণের পুষ্পাঞ্জলি	২৯
সরস্বতী স্তোত্রম্, বাণী স্তোত্রম্	২৯
সরস্বতী কবচম্	৩০
যজুর্বেদীয় হোম (কুশধিকা)	৩২
সামবেদীয় হোম	৩৭
দক্ষিণাস্ত	৪৪
বিসর্জনকৃত্য	৪৪
শান্তিকর্ম (সাম ও যজুঃ)	৪৫
কতিপয় বিশেষ জ্যোতিষ বিষয়	৪৬
ফর্দমালা	৪৬
সরস্বতী পূজার পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র	৪৮

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা পদ্ধতি

মাঘ মাসে (কখনও কখনও ফাল্গুন মাসে) শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে প্রাতঃকালে (অর্থাৎ যে দিবস বেলা ৯।৫০ মিঃ পর্যন্ত শ্রীপঞ্চমী পাওয়া যাবে, সেই দিনই) সরস্বতী পূজা করবেন।

প্রথমে নিত্যক্রিয়া সমাপন করুন। শালগ্রাম শিলায় তুলসী ও পুষ্পচন্দনাদি সমর্পণ করে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করে তারপরে সরস্বতী পূজা করবেন।

আচমন—উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে শুদ্ধাসনে উপবেশন করে গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তের ব্রাহ্মতীর্থে একটি মাত্র মাঘকলহি ডুবতে পারে এই পরিমিত জল নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণের দ্বারা আচমন করতে হয়—“ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ”—বলে তিনবার গলা পর্যন্ত ভিজতে পারে এমন জল দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নভাগ থেকে শব্দ না হয়, এমন করে মুখের ভেতর নেবেন। পরে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশ দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে বামদিকে মুখ মুছবেন। তারপর মাঝের তিনটি অঙ্গুলি দিয়ে ঠোঁটের উপর-নীচ স্পর্শ করবেন। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার পাশের অঙ্গুলি দিয়ে দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাভি এবং হাতের তেলো দিয়ে বক্ষ, সমস্ত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে মস্তক ও বাহ্যমূলঘ্রা স্পর্শ করে হস্ত প্রক্ষালন করবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—করগোড়ে বিষ্ণুস্মরণ করুন—“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশান্তি সুরয়ঃ। দিবীন চক্ষুরাততমঃ॥ ওঁ অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বারূপঃ গতোহপি

বা। যঃ শ্রবণং পুণ্ডরীকাকং স বাহ্যাজ্ঞানং তুষ্টিঃ॥ ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো কৃদি। অরতি সাধবঃ সর্কো সর্কো বাণু মাধবঃ॥ ওঁ বিমুখঃ ওঁ বিমুখঃ, ওঁ বিমুখঃ॥" অতঃপর স্বস্তিবাচন করবেন।

স্বস্তিবাচন—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপচাল নিয়ে বলবেন—“ওঁ কর্তব্যোহশ্বিন্ গণেশাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাক্ষয়ি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো মনন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ পুণ্যাহম, ওঁ পুণ্যাহম, ওঁ পুণ্যাহম॥ ওঁ কর্তব্যোহশ্বিন্ গণেশাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাক্ষয়ি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যোহশ্বিন্ গণেশাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাক্ষয়ি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যোহশ্বিন্ গণেশাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাক্ষয়ি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥”

এবার ঐ আতপচাল বিকিরণ করতে করতে পূজক তাঁর আপন বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করবেন।

সামবেদীয় স্বস্তিসূক্ত—“ওঁ সোমঃ রাজানং বরুণমগ্নিমথারতামহে। আদিত্যং বিসুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণক্ষ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ন ইজ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুণ্য বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্কো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥”

যজুর্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত—“ওঁ স্বস্তি ন ইজ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পুণ্য বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্কো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ গণানাম্ভা গণপতিওঁ হবামহে, প্রিযাণাম্ভা প্রিয়পতিওঁ হবামহে, নিমিনাম্ভা নিমিপতিওঁ হবামহে, বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥”

আথেদীয় স্বস্তিসূক্ত—“ওঁ স্বস্তি মিমীতামম্মিনাভগঃ স্বস্তি দেবাদিতি রনকর্ণঃ। স্বস্তিপুণ্য লীসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাভা পৃথিবী সুচেতুনা॥ স্বস্তয়ে

বায়ুমুপত্রবামহৈ সোমঃ স্বস্তি ভুবনস্য যম্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্কগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়ঃ আদিত্যাসো ভবন্ত নঃ॥ ওঁ বিশ্বদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরাগ্নি স্বস্তয়ে। দেবাঃ অবশ্বভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রত্নঃ পাতং হসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি রেবতি ন ইজ্রশ্যগ্নিঃ স্বস্তি নো অদিত্যে কৃদি। ওঁ স্বস্তি পশু্যন মনুচরেন সূর্য্য চক্রে মসাবিব পুনর্দদতাম্ভতা জনতা সগমেমহি ওঁ স্বস্ত্যানং তার্কামরিষ্টনেমিঃ মহদ্ভুতং ত্রায়সং দেবতানাম্। অসুরয়মিষ্টসং সমংসুবৃহদযশো নাবমিবাক্ষেম। ওঁ অংহোমুচমাদ্রিসং গাযক স্বস্ত্যাক্রোয়ং মনসা চ প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদো, স্বস্তি সমাদেপ্তয়ং নো অস্ত্৷॥ ওঁ স্বস্তি ন ইজ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পুণ্য বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্কোহরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥”

এর পরে কৃতাজলি হ'য়ে সাক্ষা মন্ত্র পাঠ করবেন।—

সাক্ষামন্ত্র—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ, কালঃ সক্ষো ভূতান্যাহ কপা। পবনো দিক্পতিভূমিরাকাশঃ যচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাহুয় কল্লকর্মিহ সগিধি।”

বরণ—কর্তা নিজে পূজা না করলে পুরোহিত বরণ* করবেন। কর্তা পূর্বমুখে ও পুরোহিত উত্তরমুখে বসবেন। কর্তা হাতজোড় ক'রে বলবেন—“ওঁ সাধু ভবানান্তাম্।” পুরোহিত বলবেন—“ওঁ সাধবহমাসে।” কর্তা—“ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।” পুরোহিত—“ওঁ অর্চয়।” তারপর কর্তা গন্ধপুষ্প যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্রাসুরীয়ক গ্রহণ ক'রে বলবেন—“এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাসুরীয়ক যজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজক ব্রাহ্মণায় নমঃ।” এই ব'লে পুরোহিতকে দান করবেন। পুরোহিত বলবেন—“ওঁ স্বস্তি”। তারপর যজমান সামান্য আতপচাল নিয়ে পূজকের দক্ষিণ জ্ঞানু ধারণ ক'রে বলবেন—“বিকারোম তৎসঙ্গম (শূদ্রপক্ষে—বিকূর্মমোহনা)

* বরণ কার্যটি প্রথমে শেষ ক'রে, তারপর পূজক তাঁর কার্য্য করবেন এবং স্ত্রী ও শূদ্রপক্ষে সর্বত্র কেবল, “স্বস্তি” শব্দ প্রয়োগ করুন। “পুণ্যাহং, সর্গিধি ও স্বস্তি” এই শব্দ এবং “ওঁ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন না, এর পরিবর্তে “নমঃ” শব্দ প্রয়োগ করবেন।

৮ মাঘে মাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যস্তিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্মা (শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুকদাস) অমুকগোত্রঃ অমুক দেবশর্মাণং গন্ধাদিভিরভার্চ্য ভবন্তু মহং বৃণে। পুরোহিত বলবেন—ও বৃত্তোহস্মি।” কর্তা বলবেন—“যথাবিহিত পূজক কর্ম্য কুরু।” পুরোহিত বলবেন—“যথাজ্ঞানং করবাণি।”

সঙ্কল্প—কুশীতে জন, হরীতকী, শ্বেতপুষ্প, তিল, কুশত্রিপত্র বামহাতে রেখে ডানহাত দ্বারা চাপা দিয়ে ডান হাঁটু মুড়ে সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে (ফাল্গুন মাস হ’লে—কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে) শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (যজ্ঞমানের হ’লে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মাণঃ) সরস্বতী প্রীতিকামঃ লেখনা মস্যাধার সহিত সরস্বতী পূজা তক্ষোম কর্ম্মাহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)। এরপর কিঞ্চিৎ জন ইশান কোণে দিয়ে কুশীটি তাম্রটাটে উপুড় ক’রে দিয়ে, তার উপর আতপচাল ছড়াতে ছড়াতে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্ব-স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করবেন।

সামবেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—“ও দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যসিচম্। উহ্মা সিঞ্চধ্ব মুপ বা পূণধ্বমাদিহো দেব ওহতে।” তারপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—“ও অস্মা সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ও অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥”

যজুর্বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—“ও যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি, দূরগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে নমঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু॥” তারপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—“ও অস্মা সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ও অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥”

পরে আপন বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন ক’রে দেবীর অঙ্গে ও পূজার সামগ্রীতে ছিটিয়ে দেবেন।
সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ও গাবশ্চিদ গা সমন্যবঃ, সজাতোন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥”

১০ দুগ্ধ—“গব্যো যু নো যথা পুরোহিত্যোত রথয়া। বরিবস্যা মহোন্মাম্॥” দধি—“ও দধিভ্রগব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্র গ আয়ুংষি তারিষৎ॥” ঘৃত—“ও ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োকী, পৃথ্বী মধুদুগ্ধে সুপেশসা। দ্যাভা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিদ্ধভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥” কুশোদক—“ও দেবসা ভ্রা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পুষ্বেগ হস্তাভ্যাং গৃহ্মামি॥” এরপর গায়ত্রী পাঠ ক’রে সহ একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হ’বে।

যজুর্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ও গন্ধদ্বারা দুরাধর্ম্মাং নিতাপুষ্টাং করীবির্গাম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহৃয়োশ্রিয়ম্॥” দুগ্ধ—“ও আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষগং ভবা রাজস্য সঙ্গথে।” দধি—“ও দধিভ্রগব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্র গ আয়ুংষি তারিষৎ॥” ঘৃত—“ও তেজোহসি শুক্রমসামৃতমসি ধামনামসি। প্রিয়ং দেবানামনাধুষ্টং দেবযজনমসি॥” কুশোদক—“ও দেবসা ভ্রা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পুষ্বেগ হস্তাভ্যামাদদে॥” এরপর গায়ত্রী পাঠ ক’রে সব একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হ’বে। তারপর অধিবাস কার্য্য করবেন।

অধিবাস বিধি—সঙ্কল্প কার্য্য শেষ ক’রে পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ ক’রে বসে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গন্ধাদির অর্চনা ক’রে গন্ধপুষ্পদ্বারা প্রয়োজনীয় কতকগুলি পূজা করবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও গণেশায় নমঃ।” এইরূপে—“ও শ্রীওরবে নমঃ, ও বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, ও শিবায় নমঃ, ও দুর্গায়ৈ নমঃ, ও আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ও ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ও কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ, ও কুল দেবদেবীভ্যো নমঃ, ও ইষ্ট দেবদেবীভ্যো নমঃ।”

বরণডালার দ্রব্য—মহী (মাটি) গন্ধ (চন্দন) শিলা (নুড়ি) ধান, দুর্বা, ফুল, ফল (গোটা কলাছড়া), দুই, ঘি, স্বস্তিক (শ্রীচিহ্ন) সিন্দূর, শাঁখ, কাজল, রোচনা, শ্বেত সরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ, হরিদ্রাসূত্র।

২৫ পুষ্কিনীঃ। বৃহস্পতিঃ। জ্ঞানো মুখ্যঃ। ইত্যাদি। (দেহ) — "ওঁ দক্ষিণাবনো অকারিণঃ জিহ্বারথন্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখ্য করণঃ। প্রাণ আয়ুর্জিহ্বা কারিণঃ। ওঁ অনন্য দম্বা" ইত্যাদি। (মি) — "ওঁ তেজোহসি তুঙ্গমসামু তমসি ধামন্যামসি। প্রিয়া দেবানামদৃষ্টা দেব মঙ্গলমসি। ওঁ অনেন যুতেন" ইত্যাদি। (প্রস্তুত) — "ওঁ প্রস্তুত নৈকো বৃক্ষশব্দঃ, প্রস্তুত নো পুণ্য বিশ্ববেদাঃ। প্রস্তুত নষ্টার্থে। অরিস্তেনৈমিঃ, প্রস্তুত নো বৃহস্পতির্কদম্বা। ওঁ অনেন প্রস্তুতেন" ইত্যাদি। (সিদ্ধ) — "ওঁ সিদ্ধোহসি প্রাপনো শূন্যাসো বাত প্রমিঃ পতয়ন্তি মদ্বাঃ যুতস্য দারা অকমোদন বাতী, কাষ্টা তিষ্ঠন্তি তঃ পিষমানঃ। ওঁ অনেন সিদ্ধোহসি" ইত্যাদি। (শাখ) — "ওঁ প্রতিশতকায়্য অর্থনঃ শোখায় ভগমস্তায় বতনাদিনঃ মনস্তায় মুকর্ষঃ। শঙ্খাচ্চত্বরা যাতয়তসে ধানাবাদঃ, ব্রহ্মশায় ত্বপ বধম, মববস্পরায় শঙ্খায় বনায় কল্প, মন ভোজনায় দাবপম্। ওঁ অনেন শব্দেন" ইত্যাদি। (কাঞ্চল) — "ওঁ সিম্বো অজ্ঞান বৃদ্ধা মতীনাঃ যুতমগ্রে মদ্বাঃ পিষমানঃ। বাতী বতন বাজিনঃ জাতবেদাঃ দেবানাম নক্ষি প্রিয়া মা সমস্তম্। ওঁ অনেন কত্বেন" ইত্যাদি। (রোচনা) — "ওঁ যদ্বগ্রে বৃদ্ধমকম চরন্তঃ পরিত্যক্তাঃ। রোচগ্রে রোচনা দিবী। ওঁ অনন্য রোচনয়া" ইত্যাদি। (শ্বেত সরিষা) — "ওঁ রক্ষোহসো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈক্ষবান্। রক্ষোহসো বো বলগহনোহুয়ামি বৈক্ষবান্। রক্ষোহসো বো বলগহনোহনত্বমামি বৈক্ষবান্। রক্ষোহসৌ বাঃ বলগহনো উপদমামি বৈক্ষবী। রক্ষোহসৌ বাঃ বলগহনৌ পর্যুয়ামি বৈক্ষবী। বৈক্ষবমসি। বৈক্ষবাঃ স্থা। ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন" ইত্যাদি। (স্বর্ণ) — "ওঁ হিরণ্যগতঃ সমবর্ষতাগ্রে, কৃতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সনাদার পুণ্ডরীং দ্যামুতমাঃ, কেশে দেবায় হবিষা বিধেম। ওঁ অনেন কাঞ্চনেন" ইত্যাদি। (বৌপা) — "ওঁ রূপেন বো রূপমভ্যাগাঃ তুথো বা বিশ্বদেবা বিভজতু। কৃতস্য পদা প্রোত চক্রে নক্ষিণা, বি দ্বা পশা ব্যস্তরিত্যঃ যতঃ স্বদৈশ্বঃ। ওঁ অনেন বৌপেন" ইত্যাদি। (ভাষ) — "ওঁ অসৌ যস্তাঘো অকণ, উত বজঃ সুমঙ্গলঃ। যে চেমাওঁ কল্পা অবিতো দিকৃ জিতাঃ, সচত্বশোহবৈষাওঁ হেতু স্মহেতঃ। ওঁ অনেন ভাষেন" ইত্যাদি। (চামর) — "ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতি। তে অগ্রে অশ্বমযুগ্রে অশ্মিজবনা দম্বাঃ। ওঁ অনেন চামরেন" ইত্যাদি। (দর্পণ) — "ওঁ আকমোদন রজসা বর্ষমানো নিবেশয়ঃ যুতঃ মর্ত্যক। হিরণ্যয়েন সবিতা রূপেনা, দেবো যান্তি ভুবনানি পশ্যন। ওঁ অনেন দর্পণেন" ইত্যাদি। (দীপ) — "ওঁ মনোজুতি তুলিতা মাজসা বৃহস্পতি যজ্ঞমিমাং তনোহরিস্তং যজ্ঞাওঁ সমিমাং দম্বা। বিশ্বে দেবাস ইত মাদয়ন্তা মৌ প্রতিষ্ঠঃ। ওঁ অনেন দীপেন" ইত্যাদি। (বরগডালা) — "ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে জ্ঞা নুপদমানুপদে। জ্ঞাং সম্পদসি সম্পদে জ্ঞা, তেজোহসি তেজনেহা। ওঁ অনেন প্রশস্তি পাত্রেণ" ইত্যাদি। (মাপলাঙ্গনা) — "ওঁ অনেন মাপলাঙ্গনেন" ইত্যাদি। (দূর্বাযুক্ত হরিদ্রাসূত্র) — "ওঁ সূত্রামানঃ পুণ্ডরীং দ্যামনেহনঃ সুশর্মানমদিতিং সুপ্রসীতিম। দৈবীং নাবং স্বরিজা মনাগসমপ্রবন্তী মা রুহেমা প্রস্তয়োঃ। ওঁ অনেন মাপলাঙ্গনা সূত্রেণ" ইত্যাদি।



শেষমুদ্রা



যোনিমুদ্রা



অবস্থানমুদ্রা



মংস্যামুদ্রা



অশ্বমুদ্রা

এরপর—“এষ পুষ্পাঞ্জলি ও ঐং সরস্বতৌ দেবৌ নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অধিবাসের কাজ শেষ করে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করে মণ্ডলে—“ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কৃষ্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করে “ফট্” মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করতঃ মণ্ডলোপরি স্থাপন করুন। পরে (ঐং) মূলমন্ত্রে অথবা “ওঁ” মন্ত্রে পাত্র জলপূর্ণ করে “ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্বনে নমঃ, ওঁ উং সোমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্বনে নমঃ, ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলাত্বনে নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করে পাত্রের জলে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান দ্বারা ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, অবওষ্ঠনমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করে অক্ষুমুদ্রা—“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্গদে সিদ্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সমিধিং কুরু।”—মন্ত্রে তীর্থাবাহন করে পরে পাত্রের জল দিয়ে পূজোপকরণ ও নিজেকে অভ্যক্ষণ করে দ্বারপূজা করবেন।

দ্বারপূজা—জল দিয়ে “ফট্” মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করে দ্বারদেবতাদের আবাহন করে পূজা করুন; যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ মহালক্ষ্ম্যে নমঃ, ওঁ সরস্বতৌ নমঃ, ওঁ বিদ্যায় নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ অঙ্গায় নমঃ।” অশস্ত হলে—“ওঁ দ্বারদেবতাগণেভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে একত্রে পূজা করবেন পরে বিদ্যাপসারণ করে মাষভক্তবলি প্রদান করবেন।

বিদ্যাপসারণ—মূলমন্ত্রে (ঐং) দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্যবিষ্ম, “ওঁ অস্ত্রায় ফট্।” মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিষ্ম ও ভূমিতে বামপদের গোড়ালী দিয়ে তিনবার আঘাত করে তৌমবিষ্ম অপসারণ করবেন।

মাষভক্তবলি—নিজের বামপাশে সামান্য জল দিয়ে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করে তার উপরে কদলীপত্রে বা মাটির খুরিতে মাষকলাই, দদি ও আতপ চাল দিয়ে সাজিয়ে ভূতগণের আবাহন করবেন। যথা—“ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধেহি অত্রাধিষ্ঠানং

কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত।।” এরপর—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করে মাষভক্তবলি উৎসর্গ করবেন। যথা—“বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” এই মন্ত্রটি তিনবার বলে তাতে তিনবার কুশোদক দেবেন। “এতে গন্ধপুষ্পে মাষভক্তবলয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যয়ে ওঁ বিমবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদান্য ভূতাদিভ্যো নমঃ।” এই মন্ত্রে উৎসর্গ করে—“ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমস্বম্।” মন্ত্রে একগুণ জল দিয়ে করঘোড়ে পরবর্তী মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—“ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহস্থ ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাদিতঃ।। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈকলিত্তির্পিতাত্ত্বা। দেশাদক্ষ্যাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্।।” এরপর অন্ন স্নেহ সরিষা অথবা আতপ চাল নিয়ে সাতবার “ফট্” মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে পরবর্তী মন্ত্র পাঠ করে চারিদিকে ছড়াবেন। যথা—“ওঁ অপসর্পন্ততে ভূতা যে ভূতা ভূরি সংস্থিতা। যে ভূতা বিদ্বকর্ভারন্তে নশ্যন্তু শিবাজ্জয়া।। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সর্পাসুপাঃ। অপসর্পন্ত তে সর্কে নারসিংহেন তাড়িতাঃ।।” এরপর আসনগুচ্ছ করবেন।

আসনগুচ্ছ—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করে “ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজা করে মণ্ডলের উপরে আসন স্থাপন করে সেই আসন স্পর্শ করে পাঠ করবেন—“অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠকৃষিঃ সুতলং হৃদঃ কৃষ্ণোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিমুঃনা ধৃতা। ত্বক্ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।” (বামে) “ওঁ ওরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমওরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরওরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্টিওরুভ্যো নমঃ”, (দক্ষিণে) “ওঁ গণেশায় নমঃ”, (মধ্যে) ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবতায়ৈ নমঃ।” এরপর “ফট্” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে করতল দুটি শোভন করে ভূড়ি দিয়ে দশদিক বেঁধে পুষ্পগুচ্ছ করবেন।

পুষ্পগুচ্ছ—পুষ্প সরস্বতীর আবির্ভাব চিন্তা করে—“পুষ্পকেতু রাজার্তে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হুং।” মন্ত্রে পুষ্প স্পর্শ করে—“ওঁ পুষ্প পুষ্প

২ মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ ই ফট স্বাহা॥" ব'লে পুষ্প শোধন ক'রে প্রাণায়াম করবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণনাসাপুট ধারণ ক'রে মূলমন্ত্র (ঐং) সোলবার জপ ক'রে বায়ু পূরণ করুন। পরে উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ ক'রে চৌষট্টিবার জপ ক'রে কুস্তক করুন। পরে বত্রিশবার জপ ক'রে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করুন। পরে বিপরীত ভাবে অর্থাৎ বামনাসা রুদ্ধ ক'রে দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু পূরণ ক'রে উভয়নাসা রুদ্ধ ক'রে কুস্তক করুন এবং বামনাসা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করুন। আবার বামনাসায় বায়ু পূরণ ক'রে কুস্তক ক'রে দক্ষিণনাসায় বায়ু পরিত্যাগ করুন। এই ভাবে তিনবার করলে, একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরকে ষোলো, কুস্তকে চৌষট্টি ও রেচকে বত্রিশবার করতে হয়। অসমর্থ হ'লে একবার করলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়॥ অশক্ত হ'লে ষোলোর পরিবর্তে চারবার, চৌষট্টির পরিবর্তে ষোলোবার এবং বত্রিশের পরিবর্তে আটবার জপ করলেও সিদ্ধ হয়। এরপর ভূতশুদ্ধি করবেন।

ভূতশুদ্ধি—প্রথমে নিজের চারিদিকে জলধারা দিয়ে নিজেকে বহিঃপ্রাচীরে ঘেরা ব'লে চিন্তা করতে করতে নিম্নলিখিত চারটি মন্ত্র পাঠ করবেন—“ওঁ মূলশৃঙ্গাটাজ্জিরঃ সুমুগ্না পথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥১॥ ওঁ যং নিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥২॥ ওঁ রং সন্ধোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ পরমশিব সুমুগ্না পথেন মূলশৃঙ্গাটামুগ্নসোম্নস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোহহং হংসঃ স্বাহা ॥৪॥” এবার করশুদ্ধি করবেন।

করশুদ্ধি—‘ঐং’ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে একটি রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে ‘ওঁ’ এই মন্ত্রে ঐ পুষ্প দুই করতলে ঘষে ‘হেঁসৌ’ মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশানকোণদেশে ছুঁড়ে দেবেন। পরে ন্যাসাদি করবেন।

মাতৃকান্যাস—“অস্য মাতৃকামন্ত্রসারেস্ব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ॥ শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে

২ স্বরয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রৈচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকাসরস্বতৌ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যোঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।”

অন্তুর্মাটৃকান্যাস—“অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঋং ৯ং ৯ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইতি কণ্ঠে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ইতি হৃদয়ে। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ইতি নাতৌ। বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে। বং শং ষং সং ইতি মূলাধারে। হং ঋং ইতি ক্রমধ্যে।”

বাহ্যমাতৃকান্যাস—“ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পঞ্চদ্যাবক্ষস্থলাং ভাস্বশ্চৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাসুজৈর্নির্ম্মাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥ অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঈং নমঃ (চক্ষুয়োঃ), উং ঊং নমঃ (কর্ণয়োঃ), ঋং ঋং নমঃ (নাসোঃ), ৯ং ৯ং নমঃ (গণ্ডয়োঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তে), ঔং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), খং নমঃ (কুর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুলাগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কুর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুলাগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোঙ্গুমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুল্ফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুলাগ্রে), তং নমঃ (বামোঙ্গুমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুল্ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুলাগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাতৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষক্কে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামক্কে), শং নমঃ (হৃদাদি দক্ষহস্তে), ষং নমঃ (হৃদাদি বামহস্তে), সং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণপাদে), হং নমঃ (হৃদাদি বামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদ্যদরে), ঋং নমঃ (হৃদাদি মুখে)।”

সংহারমাতৃকান্যাস—“ওঁ অক্ষয়জ্ঞঃ হরিণিপোতমুদমটকঃ, বিদ্যাঃ কটোরবিরহঃ মনসীঃ শ্রিনেত্রাঃ। অর্ঘ্যদুর্ভৌলিমকলামবিক্রমাসঃ, বর্ণেশ্বরীঃ প্রাণমত
 ত্তনভারনথাম্॥ ১২ নমঃ—হৃদয়াদি মুখে, ১৩ নমঃ—হৃদয়াদি জঠরে, ১৪ নমঃ—হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে, ১৫ নমঃ—হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে, ১৬ নমঃ হৃদয়াদি
 বামকরাগ্রে, ১৭ নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে, ১৮ নমঃ বামকণ্ঠে, ১৯ নমঃ ককুভি, ২০ নমঃ দক্ষিণকণ্ঠে, ২১ নমঃ হৃদি, ২২ নমঃ উদরে, ২৩ নমঃ নাভী, ২৪
 নমঃ পৃষ্ঠে, ২৫ নমঃ বামপার্শ্বে, ২৬ নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে, ২৭ নমঃ বামপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, ২৮ নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ২৯ নমঃ তালুকে, ৩০ নমঃ জ্ঞানুনি, ৩১ নমঃ বামপাদমূলে,
 ৩২ নমঃ দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, ৩৩ নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ৩৪ নমঃ তালুকে, ৩৫ নমঃ জ্ঞানুনি, ৩৬ নমঃ দক্ষপাদমূলে, ৩৭ নমঃ বামকরাঙ্গুল্যাগ্রে, ৩৮ নমঃ অঙ্গুলিমূলে,
 ৩৯ নমঃ বামমণি বন্ধে, ৪০ নমঃ কূর্ণরে, ৪১ নমঃ বামবাহুমূলে, ৪২ নমঃ দক্ষিণকরাঙ্গুল্যাগ্রে, ৪৩ নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ৪৪ নমঃ দক্ষমণিবন্ধে, ৪৫ নমঃ কূর্ণরে, ৪৬
 নমঃ দক্ষবাহুমূলে, ৪৭ নমঃ মুখে, ৪৮ নমঃ মস্তকে, ৪৯ নমঃ অশোদন্তপঙ্কজী, ৫০ নমঃ উর্দ্ধদন্তপঙ্কজী, ৫১ নমঃ অধরে, ৫২ নমঃ গণ্ঠে, ৫৩ নমঃ বামপাশ্বে,
 ৫৪ নমঃ দক্ষিণগণ্ঠে, ৫৫ নমঃ বামনাসাপুটে, ৫৬ নমঃ দক্ষিণনাসাপুটে, ৫৭ নমঃ বামকর্ণে, ৫৮ নমঃ দক্ষিণকর্ণে, ৫৯ নমঃ বামনেত্রে, ৬০ নমঃ দক্ষিণনেত্রে, ৬১
 নমঃ মুখবৃত্তে, ৬২ নমঃ ললাটে।”

পীঠন্যাস—অম্লুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পুষ্প নিয়ে ন্যাস করবেন। যথা—হৃদয়ে—“ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকটায় নমঃ, ওঁ কুর্খায় নমঃ, ওঁ অনন্তায়
 নমঃ, ওঁ পৃথিব্যে নমঃ, ওঁ স্বীকৃতমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদীপায় নমঃ, ওঁ মনিস্তপায় নমঃ, ওঁ বহুসিহাসনায় নমঃ।” দক্ষিণকণ্ঠে—“ওঁ বর্খায় নমঃ।” বামকণ্ঠে—“ওঁ
 জ্ঞানায় নমঃ।” দক্ষিণ উকতে—“ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।” বাম উকতে—“ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ।” মুখে—“ওঁ অশ্বর্যায় নমঃ।” দক্ষিণ পার্শ্বে—“ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ।”
 বামপার্শ্বে—“ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ।” হৃদয়ে—“ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পর পদায় নমঃ, ওঁ অং অর্চমণ্ডলায় দ্বাদশতমাস্থানে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় বোতলতমাস্থানে

নমঃ, ওঁ মং বহিমণ্ডলায় দশকলাস্থানে নমঃ, সং সত্বায় নমঃ, রং রক্তসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, জং জাহ্নবে নমঃ, অং অম্বরাস্থানে নমঃ, পাং পদমাস্থানে নমঃ,
 হ্রীং জ্ঞানাস্থানে নমঃ।” হৃদপদ্মে—“ওঁ মেধায় নমঃ, ওঁ প্রজ্ঞায় নমঃ, ওঁ প্রভায় নমঃ, ওঁ জ্যৈষ্ঠে নমঃ, ওঁ ধীতো নমঃ ওঁ শ্রীতো নমঃ।” মস্তকে—“ওঁ শিরঃশ্রীতে
 নমঃ, ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ।”

করন্যাস—“ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অম্লুষ্ঠাতাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঙং ঞং ঐং তর্জনীত্যাং দ্বাভ্যাং। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং দ্যাং তালুত্যাং
 বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাত্যাং বী। ওঁ ওং পাং ফং বাং ভং মং ঐং কনিষ্ঠাত্যাং বৌষট্। ওঁ অং ফং বং লং বং শং ধং সং হং লং কং অং অঙ্গায় ফট্”।

অঙ্গন্যাস—“ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঙং ঞং ঐং শিরসে দ্বাভ্যাং। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং দ্যাং শিখায় বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় বী। ওঁ ওং পাং ফং বাং ভং মং ঐং নেত্রদ্বয়
 বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ধং সং হং লং কং অং অঙ্গায় ফট্”।

ব্যাপকন্যাস—একটি গন্ধপুষ্প নিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাঁচবার অথবা সাতবার
 “ওঁ ঐং” মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে স্পর্শ করবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—“শিরসি—ওঁ কয়্যে কয়্যে নমঃ, মুখে—বিরহ গায়ত্রীমন্ত্রসে নমঃ, হৃদি—ওঁ কবীশ্বর্যে দেবতায়
 নমঃ।” এরপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে দেবীর ধ্যান করবেন।



কূর্মমুদ্রা

২ "ওঁ আ নো মিত্রানরুণা ঘৃতের্গব্যতিমুক্তম্। মধ্বা বজাংসি নুহুতু॥" পল্লব—“ওঁ অগমূর্ত্ত্যাবতো বৃক্ষ উজ্জীৰ ফলিনী ভব। পৰ্ণঃ কনম্পতে নুত্ৰা নুত্ৰা চ সূয়তাং
বয়ঃ।” ফল স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ ইন্দ্রং নবো নেমধিতা হবন্তো যং পৰ্যা যুনজতে ধিমস্তাঃ। শূরো নৃমাতা অবসশ্চকাম আ গোমতি ব্রাহ্মে ভজা ত্বং।” বস্ত্র স্পর্শ
ক’ৰে—“ওঁ যুবা সুবাসাঃ পৰিবীত আগাং স উ শ্ৰেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ, তং ধীবাসঃ কবয় উয়গতিঃ স্বাধো মনসা দেবয়ন্তঃ।” সিন্দূৰ স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ
সিন্ধো কঙ্কাসে পতয়ন্তুমুক্ষণং হিরণ্যপাৰাঃ পশুমপ্সুগুণ্ডণ্ডে।” পুষ্প স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ পবমান বায়ুহি রশ্মিভিন্ৰাজস্য তমঃ। দধন্তোহে সুবীৰ্য্যম্॥” এর পরে
ঘটে হাত দিয়ে স্থিৰীকৰণ কৰিবেন। যথা—“ওঁ ভাবতঃ পুরুষস্যো বয়মিত্ত প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতইবীণাম্।” এরপর তীর্থ আৰাহন কৰিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ
সৰিত সৰ্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সবাংসি চ। আযান্ত যজমানস্য দূৰিত ক্ষয়কারকাঃ॥” এরপৰে কৰযোড়ে পাঠ কৰিবেন—“ওঁ সৰ্ব্বতীর্থোত্ত্ববং বারি সৰ্ব্বদেবসমম্বিতম্।
ইমং ঘটং সমাকৃত্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥”

যজুবেদীয় ঘটস্থাপন—ভূমিতে হাত দিয়ে—“ওঁ ভূবসি ভূমিবসা দিত্তিবসি বিশ্বাধায়া বিশ্বসা ভূবননা ধত্বী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ॥”
ধান স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিম্। ধিনুহি মাং যজ্ঞনাম্॥” ঘট স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ আজিঘ কলসং মহ্য ভা বিশক্তিদ্ভবঃ
পুনরুজ্জা নিবর্ত্তনা সা নঃ। সহস্র ধূক্ষোকধানাপমাস্বতী পুনর্ম্মা বিশতাঙ্গি॥” জল স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ বরুণস্যোত্তত্তনমসি বরুণস্য ক্ষত মজ্জনীশ্বঃ। বরুণস্য
কৃতসদনাসি বরুণস্য ক্ষতসদনমসিবরুণস্য ক্ষতসদনমাসীদ।” পল্লব স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীত্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্ৰোনপকামং
কৃণোতি ধন্বনা সৰ্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥” ফল স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ যা ফলিনীৰ্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রনৃতাভ্য গো মুকহুং তসঃ॥” পুষ্প
স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোবাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমধিনৌ ব্যাতম্। ন ইমাণ সৰ্ব্বলোকং ম ইমাণা॥” গন্ধ স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ গন্ধদ্বাৰাং
দূষাৰ্ম্মাং নিতাপুষ্টাং কবিসিনীম। ইব্বীং সৰ্ব্বকৃতানাং ভামিহোপদয়ে ত্ৰিগাম॥” বস্ত্র স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ যুবা সুবাসা পৰিবীত আগাং স উ শ্ৰেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।

২২ “ওঁ ধীবাসঃ কবয়ঃ উয়গতিঃ স্বাধো মনসা দেবয়ন্তঃ॥” সিন্দূৰ স্পর্শ ক’ৰে—“সিন্ধোরিব প্রাপনেনেওখনাসো বাতঃ প্রমিঃ পতয়ন্তি যদাঃ। যতস্য ধান্য অবনমা
ন কাতা, কাষ্টা ভিন্দয়ম্মিতিঃ পিত্তমানঃ।” দূৰ্বা স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্রবোহন্তী পকযঃ পকষম্পরি। এবা নো দুৰ্কে প্রতনু সহশ্ৰেণ শতেন চ॥”
এরপৰে ঘটে হাত দিয়ে স্থিৰীকৰণ কৰিবেন। যথা—“ওঁ স্থিবো ভব বিদ্ভুস আণ্ডৰ্ব বাসগৰ্জন। পৃথুৰ্ব সুবদন্তুমগ্নেঃ।” এরপর তীর্থ আৰাহন কৰিবেন। যথা—“ওঁ
গঙ্গাদ্যাঃ সৰিতাঃ সৰ্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সবাংসি চ। আযান্ত যজমানস্য দূৰিত ক্ষয়কারকাঃ।” এরপৰে কৰযোড়ে পাঠ কৰিবেন—“ওঁ সৰ্ব্বতীর্থোত্ত্ববং বারি
সৰ্ব্বদেবসমম্বিতম্। ইমং ঘটং সমাকৃত্য তিষ্ঠ দেবী গণৈঃ সহ॥ ওঁ গগানাত্মা গণপতিওং হবামহে, প্ৰিয়গাত্মা প্ৰিয়পতিওং হবামহে, নিধিনাত্মা নিধিপতিও হবামহে,
বনো মম।” এবাৰ কাণ্ডৰোপণ ও সূত্ৰবেষ্টন কৰিবেন।

কাণ্ডৰোপণ—ভীৰকাঠি স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্রবোহন্তি পকযঃ পকষম্পরি। এবানো দুৰ্কে প্রতনু সহশ্ৰেণ শতেন চ।”

সূত্ৰবেষ্টন—সূত্ৰ স্পর্শ ক’ৰে—“ওঁ সূত্ৰামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশৰ্ম্মানমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবঃ স্বরিত্তামনাগমস্তবন্তি মাকহেমা দ্বন্তমে।”

আৰাহন—কৰ্ম্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিমে দেবীৰ ধ্যান শেষ ক’ৰে পুষ্পটি ঘটে নিমে আৰাহন কৰিবেন। যথা—“ওঁ ভূৰ্ভবঃ সৃৰ্ভগবতি সবস্বতি দেবী, ইত্যগচ্ছ
ইত্যগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসম্মিধেহি ইহসম্মিধাস্থ অত্রাধিষ্টানং কুব, মম পূজাং গৃহাণ॥” অনন্তর কৰযোড়ে পাঠ কৰিবেন—“ওঁ দেবদেবি ভক্তিমূলভে
পৰিনাবসমম্বিতঃ। মাৰত্ৰাং পূজয়িষ্যামি ভাবত্ৰাং সুস্থিবা ভব॥” অনন্তর প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠা ও চক্ষুৰ্দ্ধান কৰিবেন। প্ৰতিমা না হ’লে শালগ্ৰাম শিলায় বা ঘটে পূজা কৰিবেন
কিন্তু সে স্থলে চক্ষুৰ্দ্ধান, প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠা, অধিবাস ইত্যাদি হ’বৈ না। চক্ষুৰ্দ্ধান কালে মূলমন্ত্ৰে প্ৰথমে বামচক্ষুতে, পরে দক্ষিণ চক্ষুতে কাঁজল দেবন।

চক্ষুৰ্দ্ধান—একটি বিন্ধপত্ৰে কাঁজল তুলে কুশেৰ অগ্রভাগ দিয়ে সেই কাঁজল দেবীৰ বাম নেত্ৰেৰ মণিতে মূলমন্ত্ৰ (ঐং) সহ পঢ়িয়ে দেবেন। অথবা

বলবেন—“ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃক্ষ্যাম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥” এর পরে দেবীর দক্ষিণ নেত্রে উপরে লিখিতভাবে কাজল পরিয়ে বলবেন—“ওঁ দেবানামুদ্গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণমগ্ন্যগ্নে। আ প্রা দাব্যা পৃথিবী অস্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তু স্তুষচ॥”

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—প্রথমে দেবীর মস্তকে (ঐং) মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবেন। তারপর পুষ্পাদি দক্ষিণ হাতে নিয়ে দেবীর হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা স্পর্শ করে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন—

“ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ জীব ইহ হিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ সর্বেদ্রিয়াণি ইহ হিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ বায়ুনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রগ্রাণপ্রাণা ইহগতা সুখং চিত্তং তিষ্ঠন্তু স্নাহা। ওঁ মনোজ্যোতির্জগত মা জ্যাসাৎ হৃদ্যম্পতির্ভূমিমং তনোতু। অরিস্তং যজ্ঞং সন্নিমং দধাতু, বিশ্বদেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোম্ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অসৌ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অসৌ প্রাণা দ্ববন্তু চ। অসৌ দেবদনংগ্যয়ে স্নাহা॥” এরপর মূলমন্ত্র (ঐং) তিনবার জপ করে গায়ত্রী পাঠ করে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করবেন।

গণেশের পূজা : ধ্যান—“ওঁ স্বর্ষং স্থূলভনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং। প্রনন্দমদগন্ধলুন্ধনধূপব্যালোল গণ্ডস্থনাম্॥ দম্ভাঘাতবিদারিতাবিকনিবৈঃ সিদূর শোভাকবম্। বন্দে শৈলনুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥” আবাহন—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসম্মিপেহি ইহসম্মিকথ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গহাণ।” এরপরে—“ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ একমন্তু মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেবম্ প্রণমাম্যহম্॥”—এরপর সূর্য্যপূজা করবেন।

সূর্য্যের পূজা : ধ্যান—“ওঁ রক্তাদ্বজাসনমশেষওণৈকসিদ্ধুং ভানুং সমস্তজগতামপিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়াববান্ দধতং করাক্ষৈর্ম্মণিক্যমৌলিমকণাসকৃটিং ত্রিনেত্রম্।” ধ্যানান্তে আবাহন করে—“ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ জবাকুনুম সঙ্কশং কশ্যাপেয়াং মহাদ্যুতিম্। ক্ষ্যান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥”—এরপর বিষ্ণুপূজা করবেন।

বিষ্ণুর পূজা : ধ্যান—“ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিক্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সবসিজাসনসম্মিষিষ্টঃ। কেম্ববান্ কনককুণ্ডলবান্ কির্দীটিহাবী হিরণ্ময়-নপূর্ণতশ্চচক্রঃ॥” ধ্যানান্তে আবাহন করে—“ওঁ নারায়ণায় নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায়া কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥”—এরপর শিবপূজা করবেন।

শিবের পূজা : ধ্যান—“ওঁ ধ্যাগেয়িত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চাকচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্লোজ্জ্বলাসং পবণমৃগবদ্যীতিহস্তং প্রদয়ম্। পদ্মদীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্কর্য্যাকৃতিং বসানম্, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥” ধ্যানান্তে আবাহন করে—“ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাশ্বানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ।”—এরপর দুর্গাপূজা করবেন।

দুর্গার পূজা : ধ্যান—“ওঁ কালান্ধাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাম্। শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি কটৈরুদ্বহতীং ত্রিনেত্রম্, সিংহমুদ্রাং ত্রিভুবনমখিলাং তেজসাপুকয়ন্তীং। ধ্যায়েদুর্গাং জগাখ্যাং ত্রিদশ পরিবৃত্তাং সেবিতাং সিদ্ধিকামিঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।” ধ্যানের পর আবাহন করে—“হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ নমো সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সবার্প সাধিকে। শবদেভ্যঃ প্রহরকে দে দে নারায়ণি নমোহস্তু ভে॥”

এতপৰ—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।” মন্ত্ৰে ব্রহ্মাৰ, এবং—“ওঁ গাং গম্ভায়ে নমঃ, ওঁ থাং গম্ভায়ে নমঃ, ওঁ আদিভাদি নবগ্রহভ্যো, ওঁ ইভাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ মংস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ, ওঁ ক্ষেত্ৰপালেভ্যো নমঃ।” মন্ত্ৰে অন্যান্য দেবদেবীৰ পূজা ক’বে শ্রীশ্রীসৰস্বতী দেবীৰ পূজা কৰিবেন।

প্ৰধান পূজা—দেবীৰ পুনৰায় ধ্যান ক’ৰে—“ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” মন্ত্ৰে যোভ্যোপচার পূজা কৰিবেন। প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা ক’বে দেবীকে নিবেদন কৰিবেন। আসন—প্ৰথমে রজতাসন গ্রহণ ক’ৰে—“এতৈশ্চ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্ৰে তিনবার ডালের ডিটা দিবে—“এতঃ গন্ধপুষ্পে এতঃসিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” এইভাবে সমস্ত দ্রব্যই অর্চনা ক’ৰে দেবীকে নিবেদন কৰিবেন। নিবেদন—“ওঁ আনমঃ গৃহু দেবেশি যৎ কৃতং শোভনং ময়া। সৰ্বকালফলং দেবি বাগীশ্বরী নমোহস্ত তে। ইদং রজতাসনং ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” স্বাগত—“ওঁ ভূবঃ স্বর্ভগবতি শ্রীসৰস্বতৌ নমঃ।” স্বাগতং সুস্বাগতম্। ওঁ স্বাগতানুগৃহীতোহস্মি সুস্বাগতমিদং শুভম্। প্ৰসঙ্গা ভব দেবেশি কৃপাং কুরু হরিপ্রিয়ে।” পাদা—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ পাদাং গৃহু দেবেশি সৰ্বদুঃখাপহারকম্। ত্ৰায়স বরদে দেবি নমস্তে বিম্ববল্লভে॥ এতৎ পাদাং ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” অৰ্ঘ্য—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ দুৰ্ভাগ্যতসমামুক্তং গন্ধপুষ্পং তথা পবনম্। শোভনং শড়াপাত্রস্থং গৃহাণাৰ্ঘ্যং সুবেশনি। ইদমৰ্ঘ্যং ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” (নৈবেদ্যনিবেদন—উদমৰ্ঘ্যং শুভং এতৎ সৰস্বতৌ নমঃ)। আচমনীয়—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ মন্দাকিনীয়াস্ত নদ্যানি সৰ্বপাপহরং শুভম্। পুত্ৰাণচনাম্।” (উদমৰ্ঘ্যং শুভং এতৎ সৰস্বতৌ নমঃ) ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” মধুপৰ্ক—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ মধুপৰ্কং মহাদেবী ব্রহ্মাদিনঃ পবিত্ৰিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্তা গৃহু দেবি সৰস্বতৌ এম মধুপৰ্কঃ ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” পুনৰাচমনীয়—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—আচমনীয়এব মন্ত্ৰ পাঠ ক’ৰে নিবেদন কৰিবেন। পুনৰায়—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ জলধি নীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরং। মনোহরং তে ময়া ভক্তা কল্পিতং বাগবন্তনাম্॥ ইদং মানোমোদকং ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।

১১ বস্ত্ৰ—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ বহুভুতসমামুক্তং পটুসূত্ৰাদিনির্মিতম্। নাসোদেবি সুভ্ৰুক গৃহাণ ত্বং বাগীশ্বরী ইদং বস্ত্ৰম ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” অভিবণ—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ দিব্যঃ স্তম্ভসমামুক্তা বহিভানু সমপ্রভা। পাত্ৰাণি শোভনিসাতি অবাধাবা নবীক্ৰি ইদং স্তম্ভম ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” গন্ধ—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ শবীৰং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। ময়া নিবেদিতং গন্ধান প্রতিগৃহীত্ব বিম্ববল্লভম্।” ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” পুষ্প—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ পুষ্পং মনোহরং বহুং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্। ইদমপুষ্পম দেবি দত্তং প্রাপ্তবতঃ।” ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” ধূপ—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ বনস্পতিবনো দিব্য গন্ধাতঃ সুমানোহরং। ময়া নিবেদিতং ভক্তা সৰস্বতৌ প্রতিগৃহীতম্।” এম ধূপঃ ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” এরপৰে—“ওঁ ভয়পনি মন্ত্ৰ মাঃ স্বাহা।” মন্ত্ৰে ঘণ্টা পূজা ক’বে বাম হাতে ঘণ্টা বাজাবেন, এবং ধূপ জ্বলান গুনিবে দেবীৰ নামদিকে স্থাপন কৰিবেন। দীপ—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ অগ্নিভোজ্যতিঃ বহিভোজ্যতিঃ চতুর্ভোজ্যতিঃ শুভম্ চ। তে চিত্তসমুদ্ভূতং দেবি নীলপত্ৰং প্রতিগৃহীতাম্॥ এম দীপঃ ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” বাম হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে দীপ গুনিবে দেবীৰ দক্ষিণ ভাগে স্থাপন কৰিবেন। নৈবেদ্য—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ আগ্নায়ং ঘৃতসংযুক্তং নানাবস্ত্রসমব্রিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্তা গৃহাণ ত্বং বাগীশ্বরী। এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” পান—“ওঁ প্ৰসঙ্গা স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, বানায় স্বাহা”—বলে দেবীকে পঞ্চগ্রাস মুজা প্ৰদৰ্শন কৰাবেন। এরপৰে পুনৰায় পুনৰাচমনীয় ডাল, আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে “ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” মন্ত্ৰে দেবেন। মোদক—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ মোদকং স্বাদুসংযুক্তং সৰ্বদৈর্ভিক্ষির্নির্মিতং। সুদমং মদুবা ভোজ্যং দেবি ত্বং প্রতিগৃহীতাম্॥ ইদং মোদকদ্রব্যং ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” তাম্বুল—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ তলপত্ৰসমামুক্তং কর্পূরেন সুব্রিসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্তা তাম্বুলং প্রতিগৃহীতাম্॥ এতৎ তাম্বুলম ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” একশ অটটি দুৰ্বা—আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ নমস্তে সৰ্বদে দেবি নমস্তে সুখমোদকে। দুৰ্বা গৃহাণ দেবি ত্বং মাং নিস্তারয় সৰ্বভঃ॥ এম দুৰ্বা ওঁ ঐং সৰস্বতৌ নমঃ।” পুষ্পমালা আগেৰ মতো অর্চনা ক’ৰে—“ওঁ সুভ্ৰেণ হৃদিভঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পঞ্চম অধ্যায়

विश्वविद्यालयी भूतः पञ्चाङ्ग

विश्वविद्यालयी भूतः पञ्चाङ्ग

विश्वविद्यालयी भूतः पञ्चाङ्ग

विश्वविद्यालयी भूतः पञ्चाङ्ग

विश्वविद्यालयी भूतः पञ्चाङ्ग

विश्वविद्यालयी भूतः पञ्चाङ्ग

सुभाष

सुभाष

सुभाष

सुभाष

৪ যদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী ভারতৌ তে নমো নমঃ॥ যথা বিনা চ সংখ্যাকৃৎ কর্তৃং ন শক্যতে। কাল সংখ্যাস্বরূপা যা তৈস্মৈ দেবৌ নমো নমঃ॥ ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাত্রীদেবতা। ত্রমসিদ্ধান্ত-রূপা যা তৈস্মৈ বাণ্যে নমো নমঃ॥ স্মৃতিশক্তি জ্ঞানশক্তিসুদৃশশক্তি স্বরূপিণী। প্রতিভা কল্পনা শক্তি যা চ তৈস্মৈ নমো নমঃ॥ সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং প্রপচ্ছ যত্র বৈ। বভূব জড়বৎ সোহপি সিদ্ধান্তং কর্তৃমক্ষমঃ॥ তদা জগাম ভগবান্নাস্তা শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রঃ। উবাচ সততং জ্যোতুং বাণীমিতি প্রজাপতিম্॥ স চ ভূষ্টাব ভ্রাং ব্রহ্মা চাক্রজা পনমাত্মনঃ। চকার ত্বংপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্ত মুত্তমম্॥ সদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা। বভূব যুকনং সোহপি সিদ্ধান্তং কর্তৃমক্ষমঃ॥ তদা ভ্রাঞ্চ স ভূষ্টাব সত্বতঃ কশাপাজ্ঞমা। ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্মলং ত্রমতজ্জনম্॥ ব্যাসঃ পুনঃপুনঃ পপ্রচ্ছ বাণীকিং সদা। মৌনৌভূতঃ সম্মার ভ্রামেব জগদম্বিকাম্॥ তদা চকার সিদ্ধান্তং ত্রদ্ববেণ মুনীশ্বরঃ। সংপ্রাপা নির্মল্য জ্ঞানং প্রমাদধ্বংসকালপম্॥ পূবাণসূত্রং শ্রুত্বা স ব্যাসঃ কৃষ্ণাকুলোত্তমঃ। ভ্রাং সিয়েবে স দক্ষৌ চ শতবর্যঞ্চ পুঙ্করে॥ তদা ভ্রজো বরং প্রাপা স কবীন্দ্রো বভূব হ। তদা বেদবিভাগঞ্চ পূবাণঞ্চ চকার সঃ॥ যদা মতেঃ পপ্রচ্ছ ত্বংজ্ঞানং শিবা স্বয়ম্। ক্ষমং ভ্রামেব সক্ষিত্তা তৈসৌ জ্ঞানং দদৌ বিভূঃ॥ পপ্রচ্ছ শব্দ শাস্ত্রাণি মহেজ্জশ্চ নৃহম্পতিম্। দিব্যং বর্যনহম্পঞ্চ স ভ্রাং দদৌ চ পুঙ্করে॥ তদা ভ্রজৌ বরং প্রাপা দিবা বর্যনহম্পকম্। উবাচ শব্দ শাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্॥ অধ্যাপিতাশ্চ যৈঃ শিষ্যা গৈবদীতং মুনীশ্বরৈঃ। তে চ ভ্রাং পরিসংগত্যা প্রবর্তন্তে সুরেশ্বরী। তং সংস্কৃতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ। দৈত্যৈশ্চৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিভিঃ। ভাতীভূতঃ সহস্রনা, পঞ্চবক্রশ্চতুর্মুখঃ। গাং জ্যোতুং কিমহং জ্যোমি ভ্রামেকাসোহন মানবঃ॥ ইত্যুক্তা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তি-নম্রাস্বকক্ষরঃ। প্রণনাম নিরাহারো করোদ চ মুহূর্মহঃ॥ তদা জ্যোতিঃ স্বরূপা সা তেনাদষ্টা ইপুবাচ তম্। তং কবীন্দ্রো বভেভ্যক্ত বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ। যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণী জ্যোত্বং যঃ সংযতঃ পঠেৎ। স কবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহম্পতি সনো ভাবেৎ॥ মহামূৰ্খশ্চ দুর্ধর্মধ বর্যমেকঞ্চ যঃ পঠেৎ। স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবিশ্চ ভবেদ্রবম্॥

সরস্বতী কবচম্—ব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বকামদম্। শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্ব্যক্তং শ্রুতিপূজিতম্॥ উক্তং কণোণ গোলকে সহ্যং

৪ বৃন্দাবনে বনে। রামেশ্বনেণ বিভূনা রাসেন রাসমণ্ডলে॥ অতীব গোপনীয়ঞ্চ কল্পলুক্সমং পরম্। অশ্রুনাশ্রুতমন্ত্রাণাং সমুদ্রৈশ্চ সমধিতম্॥ যদ্বতা ভগবান্ ওক্তং সর্বদৈভ্যশ্চপূজিতং॥ পাঠনাদ্ভারণাধ্যক্ষী কবীন্দ্রো বাণীকো মুনিঃ। স্বাগত্বো মনুশ্চৈচ যদ্বতা সর্বপূজিতং॥ কণাদো গৌতমঃ কঞ্চঃ পার্শ্বনিঃ শাকটায়নঃ। গ্রন্থঞ্চকারযদ্বতা দক্ষঃ কাভ্যাবনঃ স্বয়ম্। কৃত্বা বেদবিভাগঞ্চ পূবাণাখ্যাবিলানি চ। চকার লীলামাত্রেন কৃগদ্বৈপর্যনঃ স্বয়ম্। শতাতপশ্চ সংবর্ত্তৌ নশিষ্টশ্চ পরাশরঃ। যদ্বতা পাঠনাদ্ গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ॥ অমায়ুঙ্গো ভবদ্বাজশ্চাত্তীকো দেবলজ্ঞা। জৈর্গামবোহথ ত বনির্মহতা সর্বপূজিতঃ॥ কবচস্যাস্য নিপ্রোক্তবানিরেণঃ প্রজাপতিঃ। স্বয়ং বৃহম্পতিশ্ছন্দো দেবো রাসেশ্বরঃ প্রভুঃ॥ সর্বতত্ত্বপরিজ্ঞান সর্কার্থসাধনেষু চ। কবিতস্য চ সর্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকার্ত্তিতঃ॥ ও হ্রীং সব্রহ্মতৌ স্বাহা, শিরো মে পাতু সর্বতঃ। শ্রীবাগ্দেবতামৈ স্বাহা ভালং সর্বদাবতু॥ ও সব্রহ্মতৌ স্বাহেতি শ্রেষ্ঠং পাতু নিবন্তবম্। ও হ্রীং হ্রীং ভানবতৌ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু॥ এং হ্রীং বাগ্মাদিনৌ স্বাহা নানাং সর্বতোহবতু। হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীদেবৌ স্বাহা ওষ্ঠ সদাবতু। ও হ্রীং হ্রীং ব্রাহ্মজগাত্তি দম্বপতিঃ সদাবতু। এং ইত্যেকাঙ্কবো মন্ত্রৌ মম কণ্ঠং সদাবতু। ও হ্রীং হ্রীং পাতু মে গীবাং ক্ষকং মে শ্রীং সদাবতু। বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীদেবৌ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু। ও হ্রীং হ্রীং বাণ্যে স্বাহেতি মম পৃষ্ঠং সদাবতু। ও সর্ববর্ণাশ্রিকায়ৈ স্বাহা পাদযুগ্মং সদাবতু॥ ও বাগাধিষ্ঠাত্রীদেবৌ স্বাহা সর্কার্থং মে সদাবতু। ও সর্বকণ্ঠবাসিনো স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু॥ ও এং হ্রীং জিহ্বাপ্রবাসিনৌ স্বাহাদিশি বক্ষতু॥ ও এং হ্রীং শ্রীং সব্রহ্মতৌ বধুজননৌ স্বাহা। সততং মন্ত্রহর্দ্দোহরং দক্ষিণে মাং সদাবতু। ও হ্রীং শ্রীং জ্যাকরো মন্ত্রৌ নৈর্কত্যাং মে সদাবতু॥ কবিজিহ্বাপ্রবাসিনৌ স্বাহা মাং বারুণেহবতু। ও সদাধিকায়ৈ স্বাহা বায়বো মাং সদাবতু॥ গলপদাবসিনৌ স্বাহা মামুত্তনেহবতু॥ ও সর্বশাস্ত্রবাসিনৌ স্বাহৈশানাং মাং সদাবতু। ও হ্রীং সর্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চৌর্ধ্বং সদাবতু॥ ও হ্রীং পুস্তকবাসিনৌ স্বাহামো মাং সদাবতু। ও গ্রন্থবীজরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্বতোহবতু॥ ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্বমন্ত্রৌষবিগ্রহম্॥ ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপিণম্। পূনা শ্রুতঃ পশুদেবত্বং পঞ্চাঃ গন্ধমাদনে। তব স্নেহান্নমাখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কসাচিৎ॥ ওকমভ্যর্চ্যা বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। প্রণমা দণ্ডবদ্রুমৌ কবচং ধ্যায়োৎ দুধীঃ। পঞ্চমঃ ১০০

২২ সিংহ কবচঃ এবং। যদি সাত্ত্বিকবচো বৃহস্পতিসমো ভবেৎ। মহাব্যগ্ৰী কবিদ্রষ্ট বৈবোকারব্রহ্মী ভবেৎ। শরীরেতি সর্বা ভোক্তৃঃ স কন্যমা পমাদিতঃ।
ইদং তে কাশ্যেযোক্তং কথিতং কবচং যুনে। স্তোত্রং সূত্রানিধানাদ্য দানঞ্চ নন্দনং তথা।।

যজুবেদীয় হোম (কুশভিক্রা)

কেশ, ভূষ, অঙ্গাদি বর্জিত বালি দিমে চানদিকে একহাত প্রমাণ স্থতিল নিশ্চাল ক'রে, গোময় দ্বারা শুদ্ধ ক'রে, কুশবানি দ্বারা তিনবার স্থতিলে প্রোক্ষণ করবেন। পরে স্থতিলে পূর্বাগ্র প্রাদেশ প্রমাণ তিনটি কুশ স্থাপন ক'রে, অমৃত ও অনামিকা দিমে, কুশের মূলভাগ থেকে তিনবার বালি দিমে ভাগ্য করবেন। তারপর কাঁসার পাত্রে (অভাবে নতুন মাটির পাত্রে) অগ্নি গ্রহণ ক'রে, তা থেকে কিছু অগ্নি নিয়ে মন্ত্র পাঠ পূর্বক ভাগ্য করবেন। যথা— "ওঁ তান্যাম্মায়াঃ প্রহিণোমি দ্বং যমরাজ্যং গচ্ছতু নিপ্রবাহঃ।" এই মন্ত্র পাঠের পর স্থতিলের উপর তিনবার যুনিমে দক্ষিণ দিকে ভাগ্য করবেন। এরপর শুদ্ধ অগ্নি নিয়ে— "ওঁ ইদং যজমিতব্যো জাতবেদা, দেবেভো হবাং বহতু প্রজানন্।" মন্ত্র পাঠ ক'রে নিজ অভিমুখে স্থতিলে অগ্নি স্থাপনপূর্বক কন্যমাতে মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা— "ওঁ সর্গতঃ পাবিপাদান্ত সর্গতোহক্ষিণিনোমুখঃ। বিশ্বক্যাপো মহানগিঃ প্রবীত সর্গকন্যমা।" এবার অগ্নির দক্ষিণে কতক ভালি পূর্বাগ্র কুশ স্থাপন ক'রে, এখান আসন সম্বন্ধে পাবিপাদান্ত সর্গতোহক্ষিণিনোমুখঃ। বিশ্বক্যাপো মহানগিঃ প্রবীত সর্গকন্যমা। "এবার অগ্নির দক্ষিণে কতক ভালি পূর্বাগ্র কুশ স্থাপন ক'রে, এখান আসন স্থাপন ক'রে, ব্রহ্মাবরণ করবেন। যথা— "বিস্তুরোম তৎসদমা মাতে মাসি মকনব্যশিহু ভাস্তবে (মাগুন মাস হ'লে - কুশবানিহু) শুক্রে পক্ষে ত্রাপদ্যম্মায়াঃ প্রহো।" অনুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা লেখনীমস্যাধর সহিত পূজার মাসভূতহোমকর্ম্মাণ লক্ষ্যকর্ম্মকরণা অনুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণঃ প্রহো ভূষনঃ।" অনুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা লেখনীমস্যাধর সহিত পূজার মাসভূতহোমকর্ম্মাণ লক্ষ্যকর্ম্মকরণা অনুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণঃ প্রহো ভূষনঃ।" কৃত ব্রহ্মা বলবেন— "ওঁ বৃতোহস্মি।" কর্তা বলবেন— "মথানিহিত ব্রহ্মকর্ম্ম কৃক।" ব্রহ্মা বলবেন— "মথাজানং কববানি।" যদি বৃত গ্রাক্ষণ প্রমাণ না হ'ল, তবে কৃত ব্রহ্মা বলবেন— "ওঁ অহে দৈবিকেনোদতস্তিষ্ঠানাস্য সদনে সৌদ, যোহম্মাপাকতনঃ।" মন্ত্র নাবায়ণ শিলাকে পূর্বস্থাপিত নাবায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মাক্রমে কল্পনা ক'রে হোতা— "ওঁ অহে দৈবিকেনোদতস্তিষ্ঠানাস্য সদনে সৌদ, যোহম্মাপাকতনঃ।" মন্ত্র নাবায়ণ শিলাকে পূর্বস্থাপিত আসনে স্থাপিত করবেন। এরপর উক্ত আসন থেকে একগাছি কুশ বামহস্তের অমৃত ও অনামিকা দিমে গ্রহণ ক'রে— "ওঁ নিবস্তুঃ পাপ্রাসহ তেন বগঃ বিয়ঃ।"

১ মন্ত্রে দক্ষিণ কোণে নিষেপ ক'রে মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা— "ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সাদামি, প্রনৃতো দেবে সবিত্রা, তনয়্যো প্রবীমি, তদামনে, তদুদিত্যে।" এরপর অগ্নির উত্তরভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপন ক'রে অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা অগ্নির ঈশান কোণ থেকে দক্ষিণাবর্তে কুশ আকৃত ক'রে অগ্নির উত্তরে দক্ষিণ দিক থেকে যথাক্রমে আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল আসাদন করবেন। যথা— পবিত্রেছোদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রছা, প্রোক্ষণীপাত্র (কোণাকৃশি) তিনগাছি সম্মার্জন কুশ, তিনগাছি উপযমন কুশ, প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি সমিধ, শ্রব, ঘৃত, আতপতণ্ডুল ও পূর্ণপাত্র। এই সব দ্রব্য আসাদন ক'রে পবিত্রেছোদনার্থ পূর্বস্থাপিত প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি কুশ— "ওঁ পবিত্রেছো বৈমোবৌ।" মন্ত্রে নব ছাড়া ছেদন ক'রে— "বিমোম্মানসা পূতে হুঃ।" মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রেও তলে অভ্যক্ষিত ক'রে উক্ত পাত্রে স্থাপন ক'রে প্রণীতাপাত্রে (যজ্ঞীপাত্রে) কিঞ্চিৎ জল দিয়ে বামহস্তের উপর প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন ক'রে কিছুটা জল নিয়ে প্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্য পাত্র অভ্যক্ষণ ক'রে প্রণীতাপাত্রের কাছে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করুন। এরপর সামনে আজ্ঞাস্থলী স্থাপন ক'রে তাতে পূর্বাসাদিত ঘৃত স্থাপন করবেন। পরে স্থতিল থেকে প্রচ্ছলিত অগ্নি গ্রহণ ক'রে ঈশান কোণ থেকে দক্ষিণাবর্তে তিনবার ঘৃতপাত্র নেষ্টন ক'রে স্থতিলে নিষেপ করবেন। পরে মূল গ্রহণ ক'রে তা অগ্নিতে অসোম্যুনে প্রতপ্ত ক'রে সম্মার্জন কুশদ্বারা সুবের মূল থেকে অগ্র এবং অগ্র থেকে মূল পর্যন্ত সম্মার্জন ক'রে এই কুশ পরিভাগ ক'রে প্রণীতাপাত্রের জল দিয়ে অভ্যক্ষণ ক'রে ও আগের মতো প্রতপ্ত ক'রে প্রোক্ষণীপাত্রের উত্তরে স্থাপন করবেন। পরে প্রোক্ষণীপাত্রের পনিত্র গ্রহণ ক'রে ও পাত্রের কিছুটা ঘৃত উত্তিমে নিষেপ করি। মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা— "ওঁ সবিতৃদ্বা প্রসব উৎপুণ্যম্মাচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ বনোঃ সূর্যাসা বশিষ্ঠিঃ স্বাহা।" এরপর পূর্বসংগৃহীত প্রাদেশপ্রমাণ কুশ গ্রহণ ক'রে, প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন ক'রে প্রোক্ষণীপাত্র থেকে পবিত্র জল নিয়ে মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি পর্ম্মাক্ষণ ক'রে সম্মার্কণ করবেন। যথা— "ওঁ এত্যাঃ দেবঃ প্রদিশোহনু সর্কো হ জাতঃ স উ গর্ভেহস্তঃ স এবং জাত ন জনিয়মান প্রজাঞ্জনাতিষ্ঠতি সর্কোতোমুগং।" পরে ঘৃতদ্বারা নিষেপকৃত মন্ত্রে হোম করবেন। যথা— "ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা, ইদং প্রজাপত্যে : ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায় ; ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে , ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়।" প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে সুবলগম্য অগ্নির উত্তরে রক্ষিত পাত্রে রক্ষা করবেন। এরপর মহাব্যহতি হোম করবেন।

মহাব্যহৃতি হোম—“ও ভূঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ও ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ও স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্যায়।” এবার প্রকৃত হোম করবেন।

প্রকৃত হোম—প্রথমে সঙ্কল্প করবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসদস্য মাঘে মাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাহুতৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (যজমানের হ'লে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ বা শ্রীঅমুক দানঃ) শ্রীশ্রীনরহৃদীপূজাসীদৃত ও ঐং সরস্বতৌ স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন (১০৮ টি হ'লে—‘অষ্টোত্তর শতসংখ্যক’ ২৮টি হ'লে—‘অষ্টাবিংশতি সংখ্যক’) সত্য-বিন্ধপত্র সমিধ্তিঃ হোমকর্ম্মাহং করিষ্যামি।” এবার হোমীয় দ্রব্য অর্চনা করবেন, যথা—“এতে ভা বিন্ধপত্র-সমিধ্ত্যঃ নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার জলের ছিটা দিয়ে—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্রে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ও ঐং সরস্বতৌ নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দেবেন। পরে—“ও ঐং সরস্বতৌ স্বাহা।” মন্ত্রে বিন্ধপত্র দিয়ে হোম করবেন। এরপর আটাশটি যজ্ঞডুমুর সমিধ দিয়ে বিষ্ণুর হোম করবেন। যন্ত্র, যথা—“ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূর্য্যঃ। দিবীষ চক্ষুরাততম্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে।” এরপর নবগ্রহ হোম করবেন।

নবগ্রহ হোম—রবিগ্রহ—“ও আক্কেষণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নতং মর্ত্যক। হিরণ্যয়েণ সবিতা রঞ্জনো দেবো যাতি ভুবনামি পশ্যন্ স্বাহা, ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা ১।” সোমগ্রহ—“ও আপায়স্য সমেতু তে বিধ্বতঃ সোমবৃক্ষাঃ ভবা রাজস্য সম্পদে স্বাহা, ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা ২।” মঙ্গলগ্রহ—“ও অগ্নিমূর্ধ্বা নিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাওঁসি ত্রিযতি স্বাহা, ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা ৩।” বুধগ্রহ—“ও উদুধাশ্বায়ে প্রতিজাগৃহি ত্রিমিষ্টাপূর্তে সপ্তনুজৈথানয়ক। অশ্বিন্ সধস্থে অধুস্তরশ্বিন্, বিধ্বদেবা যজমানসা সীদতি স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায় ৪।” বৃহস্পতিগ্রহ—“ও বৃহস্পতে অতিঅদর্য্যো অইন্দ্র্যুহিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদীদয়চ্চয়সকত প্রজাত তদম্মাষু হ্রবিণং ধেহি চিত্তং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতিগ্রহায় ৫।” শুক্রগ্রহ—“ও অম্মাং পরিশ্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যাপিবৎ, ক্ষয়ং পয়ঃ সোমপ্রজাপতি। ঋতেন সত্যমিচ্ছিয়মবিধাণত শুক্রমক্ষসং ইন্দ্রস্যেচ্ছিয়মিদং পয়োহবৃতং মধু স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায় ৬।” শনিগ্রহ—“ও শনো দেবীকতিইয়ে, খ্যাপো ভবন্ত পীতয়ে। শং যোরতি সুবহু নঃ স্বাহা, ইদং শনিগ্রহায় ৭।” বাহুগ্রহ—“ও কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্রবোহতি পরম পুরুষমবি। একানো দ্ব্যর্ক প্রবহু, সতশ্চেন শতেন চ স্বাহা, ইদং বাহুগ্রহায় ৮।” কেতুগ্রহ—“ও কেতুং বহুং কেতবে, পোহো মর্ধ্যা অপোহসে। সনুসিদ্ধিরত্যাথাঃ স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় স্বাহা ৯।” এইভাবে নবগ্রহ হোম সম্পূর্ণ হ'লে তাবপর ইন্দ্র-বরুণাদি দিকপালগণের হোম করবেন।

দিকপাল হোম—ইন্দ্র—“ও ত্রাতারমিচ্ছিমবিতাবমিচ্ছিও হবে হবে সুবহুওঁ শুরমিচ্ছিম্। ইয়ামি শত্রুং পুবহুতমিচ্ছিওঁ স্থিতি নো মমবা ধাবিচ্ছিঃ স্বাহা। ইদম ইচ্ছ্যম্।” অগ্নি—“ও বৈশ্বানরো ন উত্তর, আ প্রয়াতু পবানতঃ। অগ্নিকক্ধেন বাহসা। উপায়াম গর্হীতোহসি বৈশ্বানরায় হৈমাত যেনির্বৈশ্বানরায় ভা স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।” বরুণ—“ও অসি যমো অস্যানিত্যো অকর্ষসি, ত্রিতো ওহোন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপুলে আহুস্তে ইতি দিহি বহননি স্বাহা, ইদং বরুণায়।” নৈর্কত—“ও যন্তে দেবী নিষ্ঠতিবাবরক পাশংগ্রীবাশ্ববিজ্ঞতাম্। তস্মৈ বিষ্যামাযুষো ন মধ্যাদৈতং পিতৃমকি প্রসূতঃ নমঃ। কুতাস্তদনককর স্বাহা। ইদং নৈর্কতয়ো।” বরুণ—“ও বরুণস্যোত্তমমসি। বরুণস্য স্তু সর্জ্জনীম্। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনগসীদ স্বাহা, ইদং বরুণায়।” বায়ু—“ও বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতি। তে অগ্রেধময়যুগ্মং স্ত্রে অশ্বিন্ জবমাদধুঃ স্বাহা। ইদং বায়বে।” কুবের—“ও কুবিন্দ্র বদমাত্য বর্জ্জিত, যথা দান্তানুপূর্কং বিযুগ। ইহেইহেয়াং কপুহি ভোজনানি যে বর্জ্জিষো নম উক্তিং ন জগুঃ স্বাহা। ইদং কুবেরায়।” ঈশান—“ও তমীশানং ভগতহুতম্পতিং বিধিত্বব্রহ্মদে ইমাহে বয়ম্। পুষা নো যথা বেদসামনদ বৃধে, বক্ষিতা পায়ুবদকঃ স্বস্তয়ে স্বাহা। ইনমীশানায়া, ব্রহ্মা—“ও আব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবর্জ্জসী ভবত মা বর্জ্জসী ব্রাহ্মণ্যঃ শুর ইষনোহতিবাধি মহানধো জায়তাং, দোগ্ধ ধেনুর্কেতাহডানাওঁ সপ্তিঃ পুরজির্ধোষা, বিষ্ণুর্জথেষ্টাঃ সভায়ো যুবাহসা বীবে ভ্রাতঃ নিকণ্ডে নিকণ্ডে নঃ পর্জ্জনো বর্জ্জতু, ফলবতো ন ওষধয় পচাত্যং যোগক্ষেমা কল্পতাওঁ স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে।” অনন্ত—“ও নমোহস্ত সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অশুরীক্ষে যে দিবি তেভাঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা, ইদমনন্তায়।” এইভাবে দিকপালহোম শেষ করে তারপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করবেন।

প্রত্যক্ষদেবতার হোম—“ও লক্ষ্মী স্বাহা, ও ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা, ও গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ও যাং যমুনায়ৈ স্বাহা, ও মাং মনসায়ৈ স্বাহা, ও শং শীতলায়ৈ স্বাহা, ও গ্রাম্যদেবদেবীভ্যো স্বাহা।” এরপর একটি ঘটাক্রম সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করে মৃড়নামক অগ্নির আরাহন করে পূর্ণহুতি দেবেন। যথা—“ও

১) অগ্নে ত্বং মৃদনামাসি, ওঁ মৃদনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিকপাদ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আনাচন
করে "ওঁ পিস্রজশ্রকেশাঙ্কঃ পীনাঙ্গজঠরোহকণঃ। ছাগমুঃ নাক্ষত্রোহিগিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধাবকঃ।" মন্ত্রে ধ্যান করে পক্ষোপচারে পূজা করবেন। যথা— "এম
গন্ধঃ ওঁ মৃদনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃদনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃদনামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ মৃদনামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হনির্মৈবেদাঃ ওঁ মৃদনামাগ্নয়ে
স্বাহা।" তারপর ফলপুষ্প যুক্ত প্রচুর ঘি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে (পরার্থে—যজমান সহ) শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদ্যসহকারে পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ মননাবে
আহুতি দেবেন। যথা— "ওঁ মৃদানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আ জাতমগ্নিম্। কবিওঁ সমাজমতিথিং জননামাসন্ন্য পাএং জন্যন্তু দেনা স্বাহা।" এরপর
ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করবেন। যথা—বামহস্তে ভোজ্য স্পর্শ করে— "বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদকদ্বারা
শোধন করে— "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পাদি দিয়ে অর্চনা করে— "এতদগ্নিপত্যে দেবায় ওঁ নিমগ্নে নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা
করে উৎসর্গবাক্য পাঠ করবেন। যথা— "বিষ্ণুনো তৎসদমা মাঘে মাসি মকররাশিষে ভাস্করে ওরুপক্ষে ত্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অনুকরণোত্রঃ ত্রীসমুদেবশর্মা কৃতৈতৎ
হোমকর্মসাস্ত্রার্থঃ দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসমুদ্রগোত্রনামে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে।" মন্ত্রে উৎসর্গ করে— "ওঁ চতুর্দশনসমুদ্র
চতুর্বেদকুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ভ্রমণে সর্বভূতানাম্ অহম্ভবসি পাবক। ইবাং বহসি দেবানামতঃ শান্তি প্রগচ্ছ মে। ওঁ পিস্রাঙ্ক
লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতান। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপাণাং ধনভ্রায় নমোহস্তু তে।" মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করবেন। পরে কুশদ্বারা গম্বাজল নিয়ে— "ওঁ ব্রহ্মন্
ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করবেন। পরে— "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।" মন্ত্রে জল দিয়ে অগ্নির বিসর্জন করে— "পৃথ্বী তং শীতল্য ভব।" মন্ত্রে অগ্নির
ঈশানকোণে দুগ্ধ দেবেন। এরপর সরস্বতীর দক্ষিণা, বৈষ্ণবা সমাধান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করবেন।

দক্ষিণাস্ত— "বিষ্ণুরোম্ অদ্যোত্যাদি ত্রীসরস্বতী পূজাকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূলাং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসমুদ্র গোত্রনামে ব্রাহ্মণামাহং সম্প্রদদে

২) (পরার্থে—দদানি)। "হাতে একটু জল নিয়ে— "কৃতৈতৎ সরস্বতীপূজাকর্মোচ্ছিদ্রমস্তু"— "ওঁ কৃতৈতস্মিন্ যদনৈতৎপাজাতং তদ্যেগপ্রণমনায় ত্রীবিষ্ণুদৈবতং
বনিসো। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ " পরে করগোড়ে— "অস্ত্রানাং যদি বা মোহাং প্রচ্যাবেতা মনেষু যং। মনোবান্ধব তদনিত্যঃ সম্পূর্ণস্যাদিত্তি প্রতিষ্ঠা।"
মন্ত্র পাঠ করে প্রণাম করবেন। পরে হুতশেষ মিশ্রিত ভস্ম দিয়ে তিলক করবেন। আগে নারায়ণ শিলা ও ঘণ্টা স্পর্শ করিয়ে নিজের ও যজমানের কাণাটে— "ওঁ
কশাপসা ত্রাসুযং।" বলে— "ওঁ জমদগ্নেস্ত্রাসুযং।" বাহমূলে— "ওঁ মাদেবানাং ত্রাসুযং।" এবং হৃদয়ে— "ওঁ ত্রৈলোক্যেস্ত্রাসুযং।" মন্ত্রে তিলক দেবেন। পরে
অপন বেদোক্ত মন্ত্রে শান্তি দেবেন।

সামবেদীয় হোম

উর্মগম ও তিলকাদি ধারণ করে পূর্বমুখে বসে দৈর্ঘ্য প্রস্থে একহাত পরিমাণ সমচতুর্ভুজ স্থানে বালি বিছিয়ে, আচমনাদি করে, স্থূলিলে রেখাকরণ করবেন।
যথা— অস্মৃষ্টদ্বারা একশ আঙ্গুল মোপে স্থূলিলের পশ্চিমে দুই আঙ্গুল উপরে কুশটি রাখবেন। এবার ওইভাবে বানো আঙ্গুল একটি কুশ মোপে একশ আঙ্গুল
কুশের দিকে নৈর্ঋতকোণ ঘোঁসে পূর্বমুখে রাখবেন। এবার সাত আঙ্গুল প্রমাণ একটি কুশ উত্তরমুখে রেখে তার পাশে একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ রাখবেন।
এইভাবে সাত আঙ্গুল প্রমাণ একটি কুশ উত্তরমুখে রেখে আবার তার পাশে একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ পূর্বমুখে রাখবেন। পুনরায় তার পাশে একটি সাত
আঙ্গুল কুশ উত্তরমুখে রেখে আবার একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ পূর্বমুখে রাখুন। এবার কুশ স্থাপনের পর্যায়ক্রমে পাঁচটি রেখাকরণ করতে হবে ও প্রত্যেক
রেখাকরণে যথাক্রমে পাঁচটি মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা— (১) "ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বী দেবতাকা পীতবর্ণা।" (২) "ওঁ রেখেয়ং অগ্নি দেবতাকা লোহিতবর্ণা।" (৩)
"ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।" (৪) "ওঁ রেখেয়ং ইন্দ্র দেবতাকা নীলবর্ণা।" (৫) "ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা ওরুবর্ণা।"

এরপর দক্ষিণ হাতের অনামিকা ও অস্মৃষ্ট দিয়ে প্রথম রেখা থেকে যথাক্রমে পূর্বোক্ত পাঁচটি রেখার মূলদেশের কিছু কিছু বালি নিয়ে—

৪ "প্রজাপতিঋষিরনৃপুচ্ছদোহগ্নিদেবতা উৎকবনিরসনে নিনিয়োগঃ। ও নিবৃত্তঃ পণবসুঃ।" মন্ত্রে এই গুহীত অগ্নি বৈশ্বত কোষে নিয়োগ করবেন।
বহিঃস্থাপন—সমিহিত পাত্রে অগ্নি থেকে প্রজ্জ্বলিত কাঠে নিয়ে "প্রজাপতিঋষিরনৃপুচ্ছদোহগ্নিদেবতা উৎকবনিরসনে নিনিয়োগঃ। ও নিবৃত্তঃ পণবসুঃ।" এই মন্ত্রে এই গুহীত অগ্নি বৈশ্বত কোষে নিয়োগ করবেন।
পুনরায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিয়ে—"প্রজাপতিঋষিরনৃপুচ্ছদোহগ্নিদেবতা উৎকবনিরসনে নিনিয়োগঃ। ও নিবৃত্তঃ পণবসুঃ।" এই মন্ত্রে এই গুহীত অগ্নি বৈশ্বত কোষে নিয়োগ করবেন।
উপর দক্ষিণাবর্তে পরিভ্রমণ করিয়ে তৃতীয় বেখার উপর নিজ প্রতিমূলে সংস্থাপন করবেন। পরে বৈশ্বত কোষে "প্রজাপতিঋষিরনৃপুচ্ছদোহগ্নিদেবতা উৎকবনিরসনে নিনিয়োগঃ। ও নিবৃত্তঃ পণবসুঃ।" এই মন্ত্রে এই গুহীত অগ্নি বৈশ্বত কোষে নিয়োগ করবেন।
বিশ্বকপো মহানগ্নি শ্রীত সর্বা কর্মসু॥" অতঃপর অগ্নির ধ্যান করবেন। যথা—"ও পিতৃজাত প্রজাপতিঋষিরনৃপুচ্ছদোহগ্নিদেবতা উৎকবনিরসনে নিনিয়োগঃ। ও নিবৃত্তঃ পণবসুঃ।" এই মন্ত্রে এই গুহীত অগ্নি বৈশ্বত কোষে নিয়োগ করবেন।
ইহসন্ধি-ধ্যায়, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, সম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন করে—"এম গন্ধঃ বলদ নামাগয়ে নমঃ। ইদং হবির্গোবেদান ৬ বলদ নামাগয়ে নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করুন।
নামাগয়ে নমঃ, এম দীপঃ বলদ নামাগয়ে নমঃ, ইদং হবির্গোবেদান ৬ বলদ নামাগয়ে নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করুন।
থোক একগাছি কুশ নিয়ে—"প্রজাপতিঋষিরনৃপুচ্ছদোহগ্নিদেবতা উৎকবনিরসনে নিনিয়োগঃ। ও নিবৃত্তঃ পণবসুঃ।" এই মন্ত্রে এই গুহীত অগ্নি বৈশ্বত কোষে নিয়োগ করবেন।
পরে বাম পাতের উপর ডান পা স্থাপন করে উত্তবমুখ হয়ে বৃত্ত ব্রহ্মা আপন কৃশাসন জল দিয়ে অঙ্কন করে "প্রজাপতিঋষিরনৃপুচ্ছদোহগ্নিদেবতা উৎকবনিরসনে নিনিয়োগঃ। ও নিবৃত্তঃ পণবসুঃ।" এই মন্ত্রে এই গুহীত অগ্নি বৈশ্বত কোষে নিয়োগ করবেন।
দীপ্তিগো থাকবেন। বৃত্ত ব্রহ্মা না হলে নারায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মাকপে বহন করবেন।

[illegible]

৬ষ্ঠ কৰ্ম—প্রকৃত কৰ্ম অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে কুশলিত্ব নাই প্রধান কৰ্ম নান্দ কৰণে, সহজ—কিছুমান

৬ তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীসরস্বতীপূজাকর্মাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মণি—এঃ সরস্বতৌ স্বাহেতি ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ অষ্টোত্তর শতসংখ্যক (বা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক) সাজ্য-বিল্বপত্রৈঃ হোমমহং করিষ্যে।” সন্ধল্লাস্তে মহাবাহুতি হোম ক’রে একশ’ আটটি (বা আঠাশটি) বিল্বপত্র দান করবেন।

মহাবাহুতি হোম—“প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দোহগ্নিদেবতা মহাবাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্কমিক্ছন্দোবায়ুর্দেবতা মহাবাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্নষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্যো দেবতা মহাবাহুতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্বহীছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা বাত্‌সমস্তমহাবাহুতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥”

উদীচ্য কর্ম—প্রকৃত কর্মের বৈগুণ্য প্রশমনের জন্য প্রায়শ্চিত্তহোমানদি স্বরূপ শেষ কর্মকে উদীচ্য কর্ম বলে। পাশে রাখা জনপাত্রে হাত বেখে সন্ধল করবেন। যথা—“অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্মাঃ সরস্বতীপূজাভূতহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্যোযপ্রশমনায় মহাবাহুতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি।” সন্ধল্লের পর নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। মন্ত্র, যথা—“প্রজাপতির্ঋষির্গ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্নির্ঋদেবতা দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ গজঃ পাহি বিভাবসো স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতির্ঋষিঃ শতক্রতুর্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সর্বঃ পাহি শতক্রতু স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতির্ঋষির্নষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো অগ্ন একয়া পাত্ন্যত্ব দ্বিতীয়য়া। পাত্ন্যত্ব তৃতীয়য়া পাহি গীতিশ্চতুর্থিকর্বসো স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুনরর্জ্জা নিবর্তস্ব, পুনরস্ব ইমাণুয়া। পুনর্গঃ পস্য হংসঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহরর্ঘ্যা নিবর্ত স্বাগে পিতৃস্বপারয়া। বিশ্বপস্যা বিশ্বতম্পরি স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্নষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনাজ্জাতং যজ্ঞসা ক্রিয়াতে মিথ। অগ্নে তদসা কল্পয়, ত্বং হি বেখ যথাতপং স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ পঙ্কতিছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেবতানান্যো, বিশ্বা জাতানি পরিতা বহুব। যৎ কামান্তে জুহুম

৬ স্বগো অস্ত, বরাং শ্যাম পত্ন্যো রমীণাং স্বাহা॥” এরপরে আবার মহাবাহুতি হোম ক’রে নবগ্রহ হোম করবেন।

নবগ্রহ হোম—“ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়গমুতং মর্ত্যক। হিরণ্যয়েন সবিতা বন্ধনা, দেব যাতি ভুবনামি পশান্ স্বাহা॥ ইদং সূর্যায়। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃকায়। ভবা বাজস্য সংগথে স্বাহা॥ ইদং সোমায়। ওঁ অগ্নিনুর্জা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংনি জিহ্বতি স্বাহা॥ ইদং মঙ্গলায়। ওঁ অগ্নে নিবগদুমসশ্চিত্রং বাধো অমর্ত্য। আ দাসুবে জাতবেদো, বহাভ, মন্যা দেবা উষর্কুধং স্বাহা॥ ইদং বুধায়। ওঁ বৃহস্পতে পবিত্রীয়া রথেন, রক্ষোহাহমিত্রা অপবাদমানঃ। প্রভঞ্জনং সেনাং প্রমুণো যুধা জয়স্বাকমেধাবিতা রথানাং স্বাহা॥ ইদং ওরবে। ওঁ ওজ্রস্তে অন্যাদ্, যজ্ঞতং তে অন্যৎ বভূক্যপে অহমী দৌনিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্, ভদ্রা তে পুময়িহ বাতিরস্ত স্বাহা॥ ইদং ওজ্রায়। ওঁ শগো দেবীবভীষ্টয়ে, শগোভবস্ত পীতয়ে। শং গোবতি অবস্ত নঃ স্বাহা॥ ইদং শনৈশ্চনায়। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দৃতি সদা বৃধঃ সখা। শচিষ্টয়া বৃত্তা স্বাহা॥ ইদং বাহবে। ওঁ কেতুং কনয়কেতনে, পেশোমর্যা অপেশসে। সমৃষস্তিরজাংগা স্বাহা॥ ইদং কেতবে।” পরে দশদিকপালের হোম করবেন।

দিকপাল হোম—ইন্দ্র—“ওঁ ত্রাতারমিত্রমবিতারমিত্রং হবে হবে সুহবং শুরমিত্রম্। হবে শক্রং পুরুহুতমিত্রং হবির্মর্গাবা বেত্রিত্রং স্বাহা।” অগ্নি—“ওঁ অগ্নিঃ দূতং বৃণামহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অসা যজ্ঞসা সূক্রতুঃ স্বাহা॥” যম—“ওঁ নাকে সুপর্ণমুপ যত পতন্তুঃ হৃদা বেমন্তোহভ্য চক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমসা যোনৌ শকুনং ভূবণ্যং স্বাহা॥” নৈরুত—“ওঁ বেথাহি নির্ঝতীনাং বজ্রহস্তপরিবুজম্। অহমহঃ শুদ্র্যঃ পরিদদামি স্বাহা।” বরুণ—“ওঁ অ নো মিত্র বরুণা যুতৈর্গব্যতিমুক্ততম্। মঙ্গলা বজাংসি সূক্রতুঃ স্বাহা॥” বায়ু—“ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শস্ত্র মরোভ নো হৃদে। প্র ণ অশুংষি তাবিধং স্বাহা।” কুবের—“ওঁ ক্লেয়শ্চ ক্লেদসি পুরুত্ৰাচিহ্নিতে নমঃ। অনমিযুধ্মা বজকং পুরুন্দর, প্রণায়ত্রা অগাসিযুঃ স্বাহা।” ঈশান—“ওঁ অতি ত্বা শূর নোনুম অদুক্ষা ইব নেনবঃ। ঈমানস্মা, জগতঃ স্বদশমীশানমিত্র তদুধঃ স্বাহা॥” ব্রহ্মা—“ওঁ ব্রহ্মা জজ্ঞানং প্রথম পুত্রাদ্ভি সমিতঃ সুকচো বেন আবঃ। স বৃধ্যা উপমা অন্য বিষ্ঠাং সতশ্চ যোনিমসশ্চনিতঃ

২৭ স্বাহা॥" অনন্ত—“ও চম্পী ধৃতঃ মঘবানমুখমিভ্রং গিরো বৃহতীরভানুষত। বানধানং পুরুহুতং সুবৃদ্ধিভিরমর্ত্যং জরমাণং দিবে দিবে স্বাহা॥” এরপর প্রত্যক্ষ দেবতাদের হোম করবেন।

প্রত্যক্ষদেবতাদের হোম—“ও গণেশায় স্বাহা, ও ব্রহ্মণে স্বাহা, ও চতুর্বেদেভ্যো স্বাহা, ও অষ্টাদশপুরাণেভ্যো স্বাহা, ও সর্বশাস্ত্রেভ্যো স্বাহা, ও লেখনীমস্যাখাদিভ্যো স্বাহা, ও নারায়ণায় স্বাহা, ও শিবায় স্বাহা, ও গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ও যাং যমুনায়ৈ স্বাহা, ও শীতলায়ৈ স্বাহা, ও মনসায়ৈ স্বাহা, ও গ্রামাদেবদেবীভ্যো স্বাহা॥”

এরপর আবার মহাব্যাহতি হোম ক'রে একটি ঘটাক্ত সমিধ অমন্তুক অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। তারপর ডান হাঁটু মাটিতে রেখে হাতে জলাঞ্জলি নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে অগ্নি পর্য্যক্ষণ করবেন। যথা—“প্রজাপতির্ঋষিষ্টিষ্টপুচ্ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপর্য্যক্ষণে বিনিয়োগঃ। ও দেব সবিতঃ প্রসূব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিবো গন্ধর্ব্বঃ কেতপুঃ কেতয় পুনাতু বাচস্পতির্ক্বাচয়ঃ স্বদত॥” এর পরে আবার জলাঞ্জলি নিয়ে স্থিতিলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিক পর্যন্ত মন্ত্র পড়তে পড়তে জলধারা দেবেন। যথা—“ও প্রজাপতির্ঋষিরদিতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও অদিতে অথমংস্থাঃ॥” আবার জলাঞ্জলি নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে অগ্নির পূর্বদিক থেকে দক্ষিণদিক দিয়ে উত্তরদিক পর্যন্ত জলধারা দেবেন। যথা—“প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও অনুমতে অথমংস্থাঃ॥” আবার মন্ত্র পড়তে পড়তে জলাঞ্জলি নিয়ে অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমকোণ থেকে পূর্বদিক পর্যন্ত জলধারা দেবেন। যথা—“প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও সরস্বতায়মংস্থাঃ॥” এরপর চিং-করা দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে প্রাদেশপ্রমাণ করে একটি কুশ নিয়ে বারংবার মন্ত্র পড়তে পড়তে তিনবার কুশের অগ্র, মধ্য এবং মূলদেশ ঘটাক্ত করবেন। যথা—“প্রজাপতির্ঋষিক্বারোর্দেবতা দর্ভজুটিকা হোম করবেন। যথা—

২৮ “প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টিষ্টপুচ্ছন্দঃ রুদ্রদেবতা দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ। ও ষঃ পশুনামধিপতিরুদ্রস্তাতিচরো বৃষা। পশুনাম্বাকং হিংসীরেতদন্তু হুতং তব স্বাহা॥” এরপর ‘মুড়’ নামক অগ্নির আবাহন ক'রে পূর্ণাহতি দেবেন। যথা—“ও অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি। মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিধেহি, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥” মন্ত্রে আবাহন ও “পিসঙ্গশ্রবকেশাক্ষ” ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান ক'রে পাখোপচারে পূজা করবেন। যথা—“ও এষ গন্ধঃ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্দৈর্ঘ্যেনেদ্যম্ ও মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা॥” পূর্ণাহতি—এরপর ফল ও পুষ্পযুক্ত ঘট নিয়ে (পরার্থে—যজমানসহ) দণ্ডায়মান হয়ে শাঁখ-ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্যনয়নকারে পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্র পড়ে আহতি দেবেন। যথা—“প্রজাপতির্ঋষির্ক্বিরাড্গায়ত্রীছন্দো ইন্দ্রোদেবতা যশস্কামসা যজ্ঞনীরপ্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ও পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোহস্মৈ জুহোতি, বরমস্মৈ দদাতি, বরং বৃণে, যশসা ভামি লোকে স্বাহা॥” তারপর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করবেন। যথা—বাম হাতে ভোজ্য স্পর্শ ক'রে—“বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দিয়ে শোধন ক'রে—“এতে গন্ধপুষ্পে ও পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।” মন্ত্রে পুষ্প দিয়ে পূজা ক'রে—“এতদধিপত্যে দেবায় ও বিধায়ে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ও ব্রহ্মণে নমঃ।” মন্ত্রে স্পর্শ করে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—“বিষ্ণুরো তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকররাশিষ্ণে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চমাস্তিষ্ঠৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ হোম কর্ম্মণঃ সাক্ষতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে।” ব'লে দক্ষিণান্ত ক'রে—“ও চতুর্বেদনসম্বন্ত চতুর্বেদকুটুঘিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয়া সংকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ও ত্বমগ্নে সর্বভূতানামস্তশচরসিপাবক। ইবাং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ও পিসাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণাপাপানাং ধনঞ্জয় নমোহস্তু তে॥” এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে অগ্নিকে প্রণাম করবেন। তারপর কুশোদক দিয়ে—“ও ব্রহ্মণ ক্ষমস্ব।” মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন ও গ্রহিমোচন করবেন। তারপরে—“ও অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।” ব'লে জল দিয়ে অগ্নি বিসর্জন ক'রে—“ও পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।” মন্ত্রে

ক'রে—“ওঁ পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভব।” মন্ত্রে ঈশানকোণে অগ্নিতে দধি দেবেন। পরে মূল দক্ষিণান্ত করবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসদদা মাঘে মাসি মকরবাশিষ্ঠে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে পঞ্চমাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কুতৈতৎ শ্রীসরস্বতীপূজাসীদ্ধতহোমকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থঃ দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূলাং রজতখণ্ডং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।” এবপর অগ্নিহোমধারণ করবেন। যথা—“কুতৈতৎ শ্রীসরস্বতীপূজাকর্মাসীদ্ধত হোমকর্মাসিদ্ধমস্ত।” বৈওণা সমাধান—“বিষ্ণুরোম তৎসদদা মাঘে মাসি শুক্রেপক্ষে পঞ্চমাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কুতৈতৎ শ্রীসরস্বতীপূজাকর্মাসীদ্ধতহোমকর্মণি যদ বৈওণাং জাতং তদ্বোধপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্যামশ্রয়ণমহং করিমো।” এবার “ওঁ বিষ্ণুঃ”—দশবার জপ ক'রে প্রণাম করবেন। পরে হুতশেষ মিশ্রিত ভক্ষ্য দিয়ে ললাটে—“ওঁ কশ্যপস্য ত্রায়ুষং।” কণ্ঠে—“জমদগ্নেষ্ট্রায়ুষং।” বাহুমূলে—“ওঁ যক্ষ্মেবানাত্রায়ুষম্।” এবং হৃদয়ে—“ওঁ তত্তেহস্ত্র ত্রায়ুষম্।” মন্ত্রে তিলক দিবেন। পরে দক্ষিণান্ত ও বিসর্জনকৃত্য সমাপন ক'রে শান্তি দেবেন।

দক্ষিণান্ত

একটি পাত্রে দক্ষিণান্তব্য রেখে—“বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায়া নমঃ।” এই মন্ত্র তিনবার ব'লে তিনবার জলের ছিটা দিয়ে উৎসর্গ বাক্য পাঠ ক'রে কুশোদক দেবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম তৎসদদা মাঘে মাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চমাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মন অমুক গোত্রসা অমুকসা শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবি প্রীতিকামঃ শ্রীশ্রীসরস্বতী-লেখনীমস্যাধারঃ পূজাতহোমকর্মণ সাক্ষ্যার্থঃ দক্ষিণামিদং যৎকক্ষিৎ কাঞ্চনমূলাং (হরীতকী ফলং বা) শ্রীবিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।” (পরার্থে—‘দদানি’ উচ্চারণ করবেন)।

বিসর্জনকৃত্য

নিতাক্রিয়া সমাপন ক'রে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনওচ্চি, ভূতওচ্চি, ইত্যাদি ক'রে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজার পর দেবীর দশোপচারে বা যথাসক্তি উপচারে

পূজা ক'রে দধিকরস্ব নিবেদন ক'রে আরাত্রিকাদি-পূর্বক ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করতঃ সংহার মূদ্রাযোগে ঘণ্টের পুষ্প গ্রহণ ক'রে আত্মায় নিয়ে দেবীকে আপন হৃদয়ে স্থাপনপূর্বক পুষ্পটি ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলে স্থাপন ক'রে বলবেন—“সরস্বতী স্মরম্।” এরপর নির্মালা নিয়ে—“নির্মলাবাসিনো নমঃ।” মন্ত্রে নির্মালাবাসিনীর পূজা ক'রে করযোড়ে পাঠ করবেন—“ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূমাং পর্বতবাসিনী। ব্রহ্মযোনি সমুৎপত্তে গচ্ছ দেবী মমাস্তুরম্॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং দেবি স্বস্থানং পরমেশ্বরী। সংবৎসর বাতীতে তু পুনরাগমণায় চ॥” ব'লে ঘণ্টা ও প্রতিমা কিছুটা সরিয়ে মূত্র কোটে দেবেন।

শান্তিকর্ম (সামবেদীয়)

“মহাবামদেব্য ঋষির্বিরাড়র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রদেবতা শান্তি কষ্মণি জাপে বিনিবোগঃ। ওঁ কয়া নশিত্র আভুব দৃতী সন্না বৃদঃ সয়া। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কয়া সতো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্তসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ওঁ অভী যু নঃ সখীনাঃ, সবিতা জরিভুগাম্ শতাং ভব সূতয়ে। ওঁ দৌঃ শান্তি, অমুরীক্ষ শান্তি, পুণ্ড্রী শান্তি, আপঃ শান্তি, ওষধয়াঃ শান্তি। বনস্পত্যঃ শান্তি, বিশ্বেদেবা শান্তি, ব্রহ্মাঃ শান্তি, সর্বং শান্তি, শান্তিরেব শান্তি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।”

শান্তিকর্ম (যজুর্বেদীয়)

“ওঁ ঋচং বাচং প্রপদো, মনো যজুং প্রপদো, সাম প্রাণং প্রপদো, চক্ষুঃ শোত্রং প্রপদো, বাগৌচ্ছ সহজোময়ি প্রাণাপানয়ো নমোহিহিতং চক্ষুয়োহনয়মা, নমসোবাতিতীর্ণং বৃহস্পতিশ্চৈ দধাতু, শরো ভবতু, ভুবনস্য যম্পতিঃ॥ ওঁ যস্তি ন ইজ্রো বৃহস্রবাঃ যস্তি নঃ পূমা বিধবেদাঃ যস্তি নঃ প্রাকো অরিতেনৈমিঃ যস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ যস্তি, ওঁ যস্তি, ওঁ যস্তি।”

—ইতি সরস্বতী পূজা পদ্ধতি সমাপ্তম্—

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

নিমিদ্ধ পুষ্প—ওষুমাত্র আতপচাল দিয়ে বিষ্ণুর, তুলসী দিয়ে গণেশের ও দুর্গার এবং বিন্ধপত্র দিয়ে সূর্যের পূজা করতে নেই। বিষ্ণু পূজাতে আকন্দ ফুল, ধূতুরা ফুল দেবেন না। কিন্তু প্রমাণান্তরে দুর্গাপূজায় দুর্বীর বিশেষ বিধি থাকায়, যেত দুর্বা ও দুর্বাকে পুষ্প জ্ঞান ক'রে পূজা করবেন। কখনও রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প এবং বিন্ধপত্র দিয়ে বিষ্ণুর পূজা করবেন না। কুন্দ, নবমল্লিকা, যুথী, বদ্বক, কেতকী, রক্তজবা, সন্ধ্যামালতী, কুমকুম, শেফালী, কুমুদ ও রক্তকরবী ফুল দিয়ে শিবপূজা করবেন না। পীতকিষ্কি, শ্বেতকিষ্কি, টগর, শ্বেতজবা, তুলসী, মন্দার, কতুর, তমাল, কুশ ও কাশ ফুল দিয়ে দেবীর পূজা করবেন না।

নৈবেদ্য—দেবতার দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে নৈবেদ্য দান করবেন; পশ্চাতে দেবেন না।

পঞ্চরত্ন—মণি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণ—এগুলিকে ঋষিরা পঞ্চরত্ন বলেন।

পঞ্চশস্য—ধান, মাসকলাই, তিল, মুগ ও যব—এগুলিই পঞ্চশস্য।

—ফর্দমালা—

সিন্ধি, সিন্দূর, সাদাসূতা, ঘট, সশীষ ডাব ১, কুণ্ডুহাঁড়ি, তীর ৪, ভেকাঠা ১, দর্পণ ১, আতপ চাউল ১ সরা, আমের পল্লব ১, পঞ্চাউড়ি, পঞ্চাশয়া, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, মাটি, পূজার শাড়ী ১, ঘটের গামছা, বরণ ডালা ১, পূজার ধুতি ১, কাঁচাদুধ, থালা ১, গেলাস ১, আমনাদুরী, মধুপর্ক ২ দফা, চাঁদমালা বড় ১, ছোট ১, নৈবেদ্য বড় ৪ খানা, ছোট ৩৫ খানা, মালা, আবীর, অন্ন, আমের মুকুল, যবের শীষ, দোয়াত-কমল, রচনা, মুড়কি ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি, ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি, তিল, হরিতকী, হোমের হালি, কাঠ, পাটকাঠি, বিন্ধপত্র ১০৮টি অথবা ২৮টি, গব্যামৃত, পূর্ণপাত্র, দক্ষিণা।

মুদ্রার চিত্র





—: সরস্বতী পূজার পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র :—

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—“ওঁ জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগশোভিতমুক্তাহারে॥ বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে, ভগবতী ভারতী দেবি নমস্তে॥ এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবৌ নমঃ॥ ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদো কমললোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ততে॥ এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি॥” ওঁ সা মে ভবতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী। মুরারীবল্লভাং দেবী সৰ্ব্ব শুক্লা সরস্বতী॥ এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি॥”

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ সরস্বতৌ নমো নিতাং ভদ্রকালৌ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভা এষ চ॥”

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—(দ্বিতীয় প্রকার)—“যা কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা। যা বীণাবরদণ্ড মণ্ডিত ভূজা যা শুভবস্ত্রাবৃত্তা॥ যা ব্রহ্মাচ্যুত শহরঃ প্রভৃতিভির্দেবগণৈঃ বন্দিতা। সা মাং পাতু ভগবতী সরস্বতী নিঃশেষ জ্ঞাদাপহা॥ সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী। মুরারী বল্লভাং দেবীং সৰ্ব্বশুক্লা-সরস্বতী॥ সরস্বতী মহাভাগে বিদো কমললোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ততে॥”

সাধারণের পুষ্পাঞ্জলি—জল নিয়ে হাত ধুয়ে করঘোড়ে মন্ত্র পাঠ করাবেন—“নমঃ অপবিত্রো পবিত্র বা সৰ্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স বাহ্যভাস্তর শুচিঃ॥ নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ।” পরে পুষ্প নিয়ে—“নমঃ ভদ্রকালৌ নমো নিতাং সরস্বতৌ নমো নমঃ। বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা-স্থানেভা এষ চ॥ এষ সচন্দন পুষ্পবিন্ধপত্রাঞ্জলি সরস্বতৌ দেবৌ নমঃ।” তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াবেন পরে প্রণাম করাবেন।

প্রণাম মন্ত্র—“নমঃ সরস্বতি মহাভাগে বিদো কমললোচনে। বিন্দুরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমস্তে॥ নমঃ জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে। ভগবতি ভারতী দেবী নমস্তে॥” (ব্রাহ্মণদের ‘নমঃ’ শব্দের পরিবর্তে ‘ওঁ’ বলাবেন।)

